ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-337 ■ 14 September, 2024 ■ আগরতলা ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ২৮ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী

মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার ও তাদের সমস্যা শুনতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর ।। বর্তমান সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জন্য কাজ করা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে দিশায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেই নির্দেশিকায় মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে রাজ্য সরকারও। মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের পাশাপাশি মানুষের সমস্যা শুনতে হবে জনপ্রতিনিধিদের। তবেই আমাদের উপর মানুষের আস্থা থাকবে।

শুক্রবার বিলোনিয়ার শচীন দেববর্মণ অডিটরিয়ামে আয়োজিত দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এই অনুষ্ঠানে জেলা সভাধিপতি হিসেবে দীপক দত্ত ও সহ-সভাধিপতি হিসেবে তপন দেবনাথ নিযুক্ত হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত ১৭ জন প্রতিনিধিকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, আজ একটা অত্যন্ত আনন্দের দিন। রাজ্যের ৮টি জেলাতে শপথ গ্রহণ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। ভারতবর্ষ এমন একটি গণতান্ত্রিক দেশ যেখানে সংসদ থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত পর্যন্ত গণতন্ত্র প্রতিফলিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিভিন্ন জনমুখী পরিকল্পনা এবং প্রকল্পের সুফল সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছাতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে ত্রিপুরায় পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হলো। আগামী সপ্তাহেই তাঁকে উত্তর-পূর্বের ওই বিজেপি শাসিত রাজ্যে চলে যেতে হবে ওই অভিযানে যোগ দিতে।

গত লোকসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পরে তাঁর আর কোনও পদ নেই। সবই 'প্রাক্তন'। তবে রাজ্য বিজেপির কোর কমিটিতে এখনও রয়েছেন দিলীপ। যদিও সে ভাবে তাঁর কোনও সাংগঠনিক দায়িত্ব নেই বাংলায় বা জাতীয় স্তরে। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরায় বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে। সেই অভিযানে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

এ নিয়ে প্রশ্ন করায় শুক্রবার দিলীপবাবু সাংবাদিকদের বলেন, "আমি তো কাজের মধ্যেই থাকতে ভালবাসি। রাজ্যে যেখানে যেখানে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে আমায় যেতে বলা হয়েছে গিয়েছি। স্বাস্থ্য ভবন অভিযানের দিনেও শেষ পর্যন্ত ছিলাম। এ বার ত্রিপুরার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেজরিওয়ালকে নিয়ে বিপ্লবের কটাক্ষ

সময়ে সময়ে জামিন পান এটা ওনার রুটিন হয়ে গেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর।। 'সময়ে সময়ে জামিন পান অরবিন্দ কেজরিওয়াল, এটা ওনার রুটিন হয়ে গেছে' অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন নিজ প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে এমনটাই বললেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এক জাতীয় বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমে এমনটাই বলেন তিনি।

এই বিষয়ে বিপ্লব দেব বলেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করবে না। এটা নতুন কোনো বিষয় নয়।

এদিকে আম আদমি পার্টির অভিযোগ, কেজরিওয়াল জেলে যাওয়ার জন্য বিজেপি দায়ী। কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোকে ব্যবহার করে। এর উত্তরে হরিয়ানার প্রভারি বিপ্লব কুমার দেব বলেন, অভিযোগ উঠানো আম আদমি পার্টির কাজ। সবকিছুতেই তিনি অভিযোগ তোলেন বিজেপির বিরুদ্ধে।

করোনাকালীন সময়ের প্রসঙ্গ তুলে এনে সাংসদ বলেন, করোনাকালীন সময়ে একমাত্র অরবিন্দ কেজরিওয়াল একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী, যিনি বলেছেন করোনা ভাইরাস বিজেপি এনেছে। তিনি রাজ্যবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় কোনো দায়িত্ব পালন করেননি বলে অভিযোগ করেছেন বিপ্লব দেব। তিনি আরো বলেন, দিল্লিতে কোনো উন্নয়ন করেনি অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এমন কোনো কাজ নেই , যা দেখিয়ে বলা যেতে পারে আম আদমি পার্টি কোনো উন্নয়নমূলক কার্য্য সংগঠিত করেছে।

জামিন পেলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। সিবিআই-এর দায়ের করা আবগারি মামলায় জামিন পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে। আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। লোকসভা ভোটের আগেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে ভোটের সময় কিছুদিনের জন্য আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছিল। উল্লেখ্য, ইডির মামলায় কেজরিওয়াল আগেই জামিন পেয়েছেন। শুক্রবার জামিন পাওয়ার ফলে কেজরিওয়াল ৬ মাস পর জেল থেকে মুক্তি পেতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১২ কোটি টাকার হেরোইন সহ গ্রেপ্তার দুই, পলাতক মূল পান্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দামছড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর।। আবারো নেশা বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য অর্জন করল উত্তর জেলার দামছড়া থানার পুলিশ। দামছড়া থানাধীন কাসকাউপাড়া এলাকার এক নেশা ব্যবসায়ী সঞ্জীব দেববর্মার বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুদ রাখা ছিল বলে আগাম খবর ছিল পুলিশের কাছে। দামছড়া থানার ওসি সঞ্জয় মজুমদারের নেতৃত্বে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী সেখানে ছুটে গিয়ে সঞ্জীব দেববর্মার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৯৭টি সাবানের প্যাকেটে ভর্তি ১কেজি ১৬৪ গ্রাম হিরোইন উদ্ধার করে। যার বাজার মূল্য ১২ কোটি টাকার অধিক। খবর পেয়ে এলাকাতে ছুটে আসেন উত্তর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জেরি মিয়া দালং। নেশা ব্যবসায়ী সঞ্চিত দেববর্মা পুলিশের আসার খবর পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। সঞ্জীব দেববর্মার স্ত্রী রিংপুই ও সঞ্জীব দেববর্মার সহযোগী বুদ্ধিরাম দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে বর্তমানে দামছড়া থানার পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে।

ভারী বৃষ্টিতে বাংলাদেশে পাহাড় ধসে নিহত ৬

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশের কক্সবাজার সদরের ঝিলংঝা পাহাড় ধসে দুই পরিবারের মোট ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে এক পরিবারের তিনজন বাংলাদেশি এবং অপর পরিবারের তিনজন রোহিঙ্গা। এছাড়া পাহাড় ধসের ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার দিনগত রাত ও শুক্রবার ভোরে পৃথক স্থানে পাহাড় ধসে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার দিনগত ২টার দিকে উপজেলার ঝিলংঝা ইউনিয়নের দক্ষিণ ডিককুল এলাকায় পাহাড় ধসে এক পরিবারের তিনজন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়। নিহতরা হলেন- দক্ষিণ ডিককুলের মিজানুর রহমানের স্ত্রী আঁখি মনি এবং তার দুই মেয়ে মিহা জান্নাত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে বিদ্যুৎ পরিষেবা ৫৪ শতাংশ কাজ সমাপ্ত ঃ দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরায় ভয়াবহ বন্যায় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বিদ্যুৎ পরিষেবা। এতে ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেডের অধীনে বিদ্যুৎ পরিবহন সংক্রান্ত সমস্ত কাজ সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সম্পাদিত হয়েছে। এরই মধ্যে ৫৪ শতাংশ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। আজ টিপিটিএলের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত মাসের ১৯ আগস্ট থেকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টির ফলে ত্রিপুরাতে বিধ্বংসী বন্যা হয়েছে। এতে ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেডের অধীনে বিদ্যুৎ পরিবহন সংক্রান্ত সমস্ত কাজ সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সম্পাদিত হয়েছে। শুধুমাত্র পরিকাঠামোজনিত যে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যেমন: সাব-স্টেশনের বাউন্ডারি ওয়াল ভেঙে পড়া, রিটেইনিং ওয়াল ভেঙ্গে পড়া, কেবল ট্র্যাঞ্চের ক্ষতি সাধন, ট্রানস্মিশন টাওয়ারের ভূমিক্ষয়, ইত্যাদির মূল্যায়ন বাবদ ক্ষতিপূরণ ৩৭.২৫৩১ কোটি রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে স্থায়ীভাবে কাজে হাত দেওয়া হয়েছে এবং এরই মধ্যে ৫৪ শতাংশ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।

বন্যায় নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে ৭৩,৬৯৩৫ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরায় টানা ৩দিন ধরে চলে প্রবল বর্ষণে রাজ্যের প্রায় সবকটি জেলাই জলমগ্ন হয়ে পড়ে। নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে মোট ৭৩.৬৯৩৫ কোটি টাকার সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। আজ নগর উন্নয়ন দপ্তরের তরফ থেকে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

ত্রিপুরায় টানা ৩দিন ধরে চলে প্রবল বর্ষণে রাজ্যের প্রায় সবকটি জেলাই জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ব্যহত হয় জনজীবন, ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রচুর ব্যক্তিগত ও সরকারী সম্পত্তি। প্রায় প্রতিটি আরবান লোকাল বডির অধিকাংশ এলাকা চলে আসে ভয়ানক বন্যার কবলে ও গৃহহীন হয়ে পড়ে শতাধিক পরিবার। প্রতিটি পৌরসভা ও মহকুমা শাসকের যৌথ উদ্যোগে স্থাপন করা হয় বন্যা ত্রান শিবিড় যেখানে আশ্রয় নেয় হাজার হাজার গৃহহীন মানুষ। বন্যার ক্ষতির মূল্যায়ন করে দেখা যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মায়ের বকুনি খেয়ে অভিমানে আত্মহত্যা মেয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ সেপ্টেম্বর ।। মায়ের বকুনি খেয়ে অভিমানে আত্মহত্যার পথবেছে নিলো নাবালিকা। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর পশ্চিম পিলাক ঠাকুর পাড়ার বাসিন্দা গৌতম দের ১২ বছরের কন্যাসন্তান মাম্পি দে নিজ বাসভবনে আত্মাহত্যা করে। সে কলোনী ইংলিশ মিডিমায় স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেনীতে পাঠরত ছিলো।

জানাযায় আজ সকালবেলা পড়ার জন্য মাম্পি দেকে তার মা বকা দিয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে মাম্পি দের ঝুলন্ত দেহ নিজ বাসভবনে দেখা যায়। ধারনা করা হচ্ছে মায়ের বকুনি খেয়ে অভিমানে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় সে। মাম্পি দে এর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইয়েচুরির প্রয়াণে শহরে শোক মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, খোয়াই, ১৩ সেপ্টেম্বর ।। সি পি আই (এম) সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির প্রয়াণে আগরতলায় শোক মিছিল করেছে বামপন্থীরা। এদিনের মিছিলটি মেলারমাঠ থেকে বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, টানা ২৪ দিনের লড়াই শেষ করে গতকাল দিল্লির এইমস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সি পি আই (এম) সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। আজ তাঁর দেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষাণর জন্য দান করা হবে।

এদিন তিনি আরও বলেন, সীতারাম ইয়েচুরির প্রয়াণে সিপিআইএমর কাছে এক বিরাট ধাক্কা খেল। দেশের বামপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলির খুবই বড় ক্ষতি হলো। ১৯৭৪ সালে দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার মধ্য দিয়ে ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর থেকে থেকে তাঁর রাজনীতির যুগ শুরু হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে তিনি সিপিআইএমের সদস্যপদ অর্জন করেন এবং ১৯৮৫ সালে পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

এদিকে, সিপিআই(এম)- র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত কমরেড সীতারাম ইয়েচুরির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হলো খোয়াইয়েও। এদিন সিপিআইএম)-র সর্বস্তরের নেতা, কর্মী, দরদী ও সমর্থকেরা হাঁটলেন মৌন মিছিলে। আগামী সংগ্রামের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত দোকান সিল করল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৩ সেপ্টেম্বর।। মানুষের অভিযোগ ছিল অনেক আগে থেকেই। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এই অসাধু ব্যবসায়ীকে কেউ কিছু করে উঠতে পারেনি। অবশেষে সংশ্লিষ্ট এলাকার অতিষ্ঠ মানুষের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গে। চোরাবালি সঠিক তথ্য প্রমাণ হাতে করে সরাসরি অভিযোগ জানায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে। সানীয় মানুষের সম্মিলিত অভিযোগ হাতে পেয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযানে নামে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের খাদ্য, পুলিশ ও সাধারণ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা।

শুক্রবার পড়ন্ত বেলায় প্রশাসনের অভিযানকারী দল সরাসরি হানা দেয় কল্যানপুর ব্লকের অমরকলোনী গ্রামের অসাধু ব্যবসায়ী বলে কথিত সংকর পালের ভ্যারাইটিজ সামগ্রীর দোকানে। গ্রামীণ আস্তানায় গড়ে উঠা দোকানে দীর্ঘ বছর ধরেই মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রীর রমরমা বাণিজ্য। দোকান লাগোয়া এলাকায় বিগত কয়েক বছর আগে থেকেই স্থায়ীভাবে শরনার্থী শিবির গড়ে উঠেছে। আর এই সুযোগকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক দুটি অগ্নিকান্ডে পুড়ল দুটি ঘর, আহত দুই জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, বিশ্রামগঞ্জ, ১৩ সেপ্টেম্বর ।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বসত ঘর। আজ দুপুর ডুকলি ঋষি পাড়া এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী চারটি ইঞ্জিন।দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিক ধারণা এলাকাবাসীর। ওই ঘটনায় দুইজম ব্যাক্তি আহত হয়েছেন।

জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে ডুকলি ঋষি পাড়া এলাকায় জিতেন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানের রান্নাবান্না চলছিল। হঠাৎ বসত ঘরে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন ধরে যায়। সেই আগুন ধীরে ধীরে ভয়াবহ রুপ নেয়। ঘর থেকে কোন রকম প্রান নিয়ে জীতেন্দ্র বাবু ও তার স্ত্রী বেরিয়ে আসে চিৎকার চেচাঁমেচি করলে এলাকাবাসী ছুটে গিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ইং
২৮ ভাদ্র, শনিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

জম্মুর ক্ষোভই গলার কাঁটা !

চলতি মাসেই শুরু হইতেছে জম্মু-কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচন। এইবারের নির্বাচনে বিজেপি তাহাদের আধিপত্য বজায় রাখিতে পারিবে কি না তাহা নিয়া চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হইয়াছে। জম্মুতে আশানুরূপ উন্নয়ন হয় নাই বলিয়া নানা অভিযোগ রহিয়াছে। এই অভিযোগের যোগ্য জবাব দিতে পারিতেছে না বিজেপি। গণদেবতাদের মন জুগাইতে নেতারা জম্মুতে কোমর বাজিয়া না নিলেও ফলাফল কি হইবে তাহা আগাম বলা মুশকিল। কেননা সেখানকার জনগনের মধ্যে নানা বিষয় দানা বাঁধিয়া রহিয়াছে। সেই কারণেই জম্মু বিজেপির গলার কাঁটা হইয়া উঠিয়াছে।

ক'দিন বাদেই শুরু হইয়া যাইবে জম্মু-কাশ্মীরের তিন দফা নির্বাচন। গোটা শহরে সেই অর্থে প্রচারের তেমন ছাপ নাই। হাতেগোনা কিছু হোর্ডিং, ব্যানার। যাহার সিংহভাগই নির্বাচন কমিশনের সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত। অবশ্য জম্মু এতখানি ম্যাড়ম্যাড়ে থাকিবার পিছনে কিছু কারণও আছে। ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে নির্বাচন শুরু হইলেও জম্মুর নির্বাচন শেষ পর্য্যায়ে ১ অক্টোবর। প্রথম দফায় জম্মু এলাকার যে আটটি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন হইবে, তাহার সব থেকে কাছেরটিও জম্মু শহর থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে। ডোডা। যাহা প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা ও বর্তমানে ডেমোক্র্যাটিক প্রোগ্রেসিভ আজাদ পার্টি প্রধান গুলাম নবি আজাদের এলাকা। স্থানীয়দের বক্তব্য, এই কারণেই এখনও ওয়ার্ম আপ হয়নি জম্মুর।১০ বছর আগে শেষ যে বিধানসভা নির্বাচন হইয়াছিল তৎকালীন রাজ্যে, সেবার বিজেপি-পিডিপি জোট সরকার তৈরিতে বড় ভূমিকা নিয়াছিল জম্মু। গোটা এলাকা পরিণত হইয়াছিল পদ্মবনে। ৩৭টির মধ্যে ২৫টি আসনেই জিতিয়াছিল বিজেপি। আসন পুনর্বিন্যাসের পর এবার ৩৭ থেকে বাড়িয়া জম্মুর ভাগ্যে আসিয়াছে ৪৩টি আসন। কাশ্মীরে একটি আসন বাড়িলেও সেটি রাজৌরি ঘেঁষা। উপত্যকার দলগুলির অভিযোগ, নিজেদের সুবিধার জন্যই জম্মু ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আসন বাড়াইয়াছে বিজেপি। শুধু কাশ্মীর উপত্যকাতেই নয়। জম্মুতেও গত পাঁচ বছরে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ছাপ স্পষ্ট। তবে বলিতে দ্বিধা নাই, কাশ্মীরের তুলনায় বেশ কিছুটা কম। এই বিষয়েই রাগ জম্মুর। আসলে জম্মু ও কাশ্মীরের অবস্থা যৌথ পরিবারের সেই দুই ভাইয়ের মতো, যাহারা মা-বাবার ইচ্ছা ও চাপে একই ছাদের নিচে থাকিলেও একে অন্যের প্রতি মনে মনে সব সময় বিষোদগার করিয়াই চলে। তাই ৩৭০ পরবর্তী পর্য্যায়ে কাশ্মীরিয়তের মন পাইতে মোদি-শাহরা যেভাবে সময়, অর্থ, বল কাজে লাগাইয়াছেন, জম্মুতে তা ব্যুমেরাংয়ের কাজ করিতেছে।সঙ্গে জুড়িয়াছে বিদ্যুতের বিষয়। সম্প্রতি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিদ্যুৎ পরিষেবার বেসরকারীকরণ করা হইয়াছে। তাহার পর থেকে বিদ্যুৎ বাবদ খরচ এক লাফে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।। বিদ্যুতের দাম বাড়িলেও মুক্তি মিলেনি লোডশেডিং থেকে। যাহা ক্ষোভ বাড়াইতেছে আরও। তবে সব থেকে বড় যে সমস্যা, তাহার নাম বেকারত্ব। যাহার জেরে নাজেহাল নতুন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। বেশিরভাগকেই কাজের সন্ধানে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে হইয়াছে। এবার আসা যাক রাজনৈতিক কারণে। এবার জম্মুতে যাঁহাদের টিকিট দিয়াছে বিজেপি, তাঁহাদের অনেকেই হালফিলে আসিয়াছেন কংগ্রেস ও ন্যাশনাল কনফারেন্স থেকে। পুরনোরা টিকিট না পাইয়া নির্দল হিসেবে প্রার্থী দিয়েছেন। আবার স্থানীয়দের অনেকেরই বক্তব্য, এতদিন যে দলগুলিকে গালমন্দ করিতেন বিজেপি নেতৃত্ব। আপাতত যাহা পরিস্থিতি, তাহাতে খুব বড় অঘটন না হইলে গতবারের আসন সংখ্যা বাড়ানো তো দূর, তাহা ছোঁয়াও মুশকিল বিজেপির পক্ষে। ১০ বছর আগে মোদি ম্যাজিক বড় ফ্যাক্টর হইয়াছিল তাওয়াই নদীর পারের এলাকায়। এবার তাহা অনেক স্তিমিত, সঙ্গে জুড়িয়াছে নানা ক্ষোভ, অভিযোগ।

শুক্রবার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দুর্যোগ পিছু ছাড়ছে না। নতুন করে গভীর নিম্নচাপের জেরে অতি প্রবল বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে। জেলায় জেলায় জারি সতর্কতা। পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের জন্যও নিষেধাজ্ঞা জারি করল আবহাওয়া দফতর। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্য্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, কলকাতা সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে টাইফুনের প্রভাবে দুর্যোগ দেখা দেবে বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা। সম্প্রতি চীন ও ভিয়েতনামে দাপট দেখিয়েছে টাইফুন 'ইয়াগি'। সেই 'ইয়াগি'ই এবার প্রভাব ফেলতে চলেছে বাংলায়। হাওয়া অফিস সূত্রে জানা যাচ্ছে, ওই টাইফুনের যে অবশিষ্টাংশ রয়েছে, তারই প্রভাব পড়তে চলেছে বাংলায়। শুক্রবার থেকেই শুরু হবে সেই দাপট। প্রভাব পড়বে একটা বড় অংশে। সমুদ্র উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা। ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। তাই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে বলে জানা গেছে হাওয়া অফিস সূত্রে।

আইএসএল: শুক্রবার মুম্বইকে হারিয়ে শুরু করতে চান কোচ মোলিনা

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শুক্রবার ঘরের মাঠে আইএসএলের প্রথম ম্যাচে মোহনবাগান মুখোমুখি হচ্ছে মুম্বই সিটি এফসি। গত মরসুমে হাবাসের কোচিং এ ঘরের মাঠে মুম্বই সিটি এফসি-কে হারিয়ে আইএসএলের লিগ-শিল্ড জিতেছিল মোহনবাগান। আবার ক"দিন বাদে সেই ঘরের মাঠেই মুম্বই সিটি এফসি প্রতিশোধ নেয় মোহনবাগানকে হারিয়ে আইএসএলের কাপ জিতে। এবারও আইএসএল শুরু হচ্ছে গতবার যেখানে শেষ হয়েছিল সেখান থেকেই।

অনেকেই বলছেন আজকের ম্যাচটা মোহনবাগানের কাছে প্রতিশোধের ম্যাচ। মোলিনা অবশ্য সাফ জানিয়েছেন , গত মরসুমে কী হয়েছিল তা তাঁর মাথায় নেই। গতবার বেশ কিছু ম্যাচ দেখেছি ঠিকই। কিন্তু এটা আর একটা নতুন মরসুম। নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। ক্লাবে অনেক নতুন প্লেয়ারও এসেছে। তাছাড়া গতবার আমি নিজেও ছিলাম না। তাই পরিস্থিতি আলাদা। গত বার কী হয়েছে তা নিয়ে ভাবতে চাই না।"

সেই সঙ্গে মোলিনা বলেছেন, "মানসিক ভাবে আমরা তৈরি। দুটো দলই প্রথম ম্যাচ জিততে চাইবে। মানসিক ভাবে ছেলেরা তৈরি। আশা করি আজ মাঠে নেমে ছেলেরা তাদের সেরাটাই দেবে।"

দিল্লিতে ভেঙে পড়লো বাড়ির একাংশ, চলছে উদ্ধারকাজ

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অতি বৃষ্টিতে দিল্লির নবী করিম এলাকায় একটি বাড়ির একাংশ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ভেঙে পড়ে। বাড়ি ধসে পড়ে ধ্বংসস্তুপের নিচে আটকে পড়েন কয়েকজন বাসিন্দা। জানা গেছে, তিনজন আটকে পড়েন। বৃহস্পতিবার রাত থেকে দমকল বিভাগের তত্ত্বাবধানে উদ্ধারকাজ চলছে। আটকে পড়া তিনজনের মধ্যে দুজনকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তৃতীয় ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য এখনও অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে দমকল।

বাজবে শঙ্খ বাজবে ঢাক তিলোত্তমা বিচার পাক

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এতাবৎ এমন জঘন্যতম, নজিরবিহীন এবং স্বৈরাচারী 'মূর্খমন্ত্রী'র দেখা পাওয়া যায়নি। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি জনসাধারণের পক্ষে তিনি এক চরম আতঙ্কের কারণ। ৯/৮/২০২৪ তারিখে কলকাতার শহরতলীর বুকে স্থিত আর.জি.কর হাসপাতালে সংঘঠিত নির্মম হত্যাকান্ডের প্রেক্ষিতে বাংলার মূর্খমন্ত্রীর লজ্জা পাওয়া বা পদত্যাগ করা দূরে থাক পরিবর্তে গোপনে লোকচক্ষুর আড়ালে বহু নরখাদক দ্বারা ধর্ষিতা ও মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হত্যাকারী এবং প্রমাণ লোপাটকারী ষড়যন্ত্রকারীদের আড়াল করার উদ্দেশ্যে বিদেহী তিলোত্তমার অভিভাবকদের তিনি ১০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কিনতে চেয়েছিলেন, মানুষ যেমন বাজার থেকে আলু-পটল খরিদ করেন ঠিক তেমনি।

বাবা-মায়ের সারা জীবনের সযত্নে লালিত স্বপ্ন কাচের গেলাসের মতো ভেঙ্গে দিয়ে তাঁদের অসহায়তার সুযোগে বাংলার অমানবিক সরকার তাঁদের সাথে সওদা করতে গিয়েছিলেন। অমানবিকতার চূড়ান্ত নিদর্শন যা ধারণার অতীত, ভাবলেও সাধারণ লোকের সর্বাঙ্গ শিউড়ে ওঠে সেটাই বাংলার মূর্খমন্ত্রী কাজে করে দেখালেন। মানুষ হয়েও তিনি যে নিঃসন্দেহে নরমাংসাশী সেটা বিশেষ ভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না। এ এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন অর্থের বিনিময়ে পূর্বের ন্যায় বিষয়টি অতি সহজেই মাটি চাপা দিতে সক্ষম হবেন, যেমনটি তিনি ইতিপূর্বে বিজয়ী হয়েছিলেন অনেক ক্ষেত্রেই। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকেই হয়তো এমন ধারণা প্রসব করেছিল তাঁর মনে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। তারপর হয়তো নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তাই উদাত্তস্বরে কৈফিয়ৎ দিয়ে তিনি সবাইকে বোঝাতে চেয়েছিলেন-- "আমাদের একটা কর্তব্য আছে"। বিবৃতির মাধ্যমে তিনি জনসাধারণের কাছে নিজের উদার মহানুভবতার বার্তা প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর মনের গহীনে লুকানো ছিল অন্য অভিসন্ধি। এক কথায় বিষয়টি তিনি ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

তিনি যে কতবড় মাপের কর্তব্যপরায়ণ মহিলা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বলাবাহুল্য তিনি মোটেই অজ্ঞাতকুলশীলা নন বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙালিদের জনমানসে। তাঁর মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র কর্তব্যবোধ অবশিষ্ট থাকতো তাহলে নিজের অক্ষমতার কারণে বিষয়টি কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি সেই মুহূর্তে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতেন। কিন্তু না, প্রাণ থাকতে তিনি তা হতে দিতে চান না। কারণ তাঁর মধ্যে আত্মসম্মান বোধ নেই বললেই চলে। সেই অধরা বস্তুটি যে বংশ পরম্পরাগত পাওয়া সহজাত একটি বৃত্তি সেটা তিনি জানেন না। যে জিনিষ বা প্রবৃত্তি আয়ত্ত করা যায় না অথচ তারই গুণে মানুষের বংশ পরিচয় নির্ধারিত হয়। সেইজন্যেই লোকে বলে — যার মান নেই, যার হুঁস নেই সে মানুষই নয়। রাতের অন্ধকারে সরকারী হাসপাতালে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ষণ ও খুন করার পরেও মৃত প্রাণাধিক কন্যাকে দীর্ঘ তিনঘণ্টা যাবৎ তাঁর বাবা-মাকে দেখতে না দিয়ে পরিবর্তে তাঁদের সাদা কাগজে সই করতে বলা হয়েছিল কোন সাহসে ? কোন মহান কর্তব্যের খাতিরে এমন ঘৃন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল একবার বলবেন বাংলার জনপ্রতিনিধি মহোদয়া? আপনি তো নিজেকে সততার প্রতীক হিসেবে দাবি করেন! আপনি মা- মাটি-মানুষের দোহাই দেন আবার দাঙ্গা-হাঙ্গামা-খুন করে মানুষ মেরে, ভোট চুরি করে নিজেকে নির্লজ্জের মতো জনগণের প্রতিনিধি বলে দাবি করেন? আপনি আসলে পশ্চিমবাংলার কলঙ্ক সেটা জানতে কারো বাকি নেই। আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে সেইদিন, যেদিন আপনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন। সম্প্রতি বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য ---এর শবযাত্রায় প্রায় চার লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়েছিল কিন্তু আপনার বেলায় চারটে লোকও যাবে তো ? চোখ রাঙিয়ে, অর্থের লোভ দেখিয়ে আপনার চটিচাটা অপদার্থ ভৃত্যদের আগে থেকে বলে রাখবেন কিন্তু। জেনে রাখুন, ওরা কিন্তু কেউই প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত সারমেয় নয় যে মনিবের অবর্তমানে চোখের জল ফেলবে বা দুঃখ প্রকাশ করবে। ওরা অতিশয় অর্থলোভী, সুবিধেবাদী ও সুযোগ সন্ধানী শিয়াল ও শকুণের দল, আপনি চোখের আড়াল হলেই তাঁদেরও মনের আড়ালে চলে যেতে মুহূর্তকাল সময় লাগবে না। এটা অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্য মনে রাখবেন।

সেদিন আপ্রাণ চেস্টা করা সত্ত্বেও ধোপে টেকেনি আপনার ছলা-কলা। তাঁরা আপনার প্রদত্ত অর্থ নির্দ্বিধায় প্রত্যাখান করে বলেছিলেন — বিচার চাই, টাকা নয়। সেদিন দু'হাত পেতে টাকাটা গ্রহণ করলে আপনি বা আপনারা হয়তো বেঁচে যেতেন তাই না ? জানবেন আপনার অর্থলোভী পার্ষদদের মতো সবাই লোভী নয়। আপনার মহানুভবতার কথা আপামর জনসাধারণের কাছে সেদিন আরো বেশি হাস্যকর হয়ে উঠেছিল। মেয়েটির পরিবারের প্রতি আপনার যদি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি থাকতো তাহলে তাঁদের আটটি প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে এত দ্বিধা কেন ? কি সেই প্রশ্ন একবার কানপেতে শুনুন ---

১). কেন পুলিশ টাকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ?

২). হাসপাতালের তরফে কীভাবে কোনও পরীক্ষা ছাড়াই বলা হল, আমার মেয়ে আত্মহত্যা করেছে ?

৩). কেন ময়নাতদন্ত করতে দেরি হল ?

৪). কেন এফ.আই.আর. দেরিতে নথিভূক্ত হল ?

৫). পুলিশ কেন অস্বাভাবিক মৃত্য বলে (Unnatural Death) মামলা রুজু করল ?

৬). কেন দুটো শব উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আমার মেয়ের মরদেহ আগে দাহ করা হল ?

৭). শ্মশানের টাকা কে দিল ?

৮). কেন সাদা কাগজে আমাদের দিয়ে সই করানোর চেষ্টা করা হয়েছিল ?

এটা সর্বজন স্বীকৃত যে বাংলার স্বেচ্ছাচারী বিকৃত মস্তিস্ক সম্পন্ন সরকারের দ্বারা অনুষ্ঠিত বহুদিনের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বাংলার নিপীড়িত মানুষ আজ অনন্যোপায় হয়ে তাঁদের বিগত তেরো বছরের পুঞ্জিভূত এবং অবদমিত ক্ষোভ এখন উগড়ে দিচ্ছেন রাস্তায় নেমে। এখন আপনার বা আপনাদের কারোর সাহস নেই আন্দোলনকারীদের চোখে চোখ রেখে মুখোমুখি দাঁড়াবার। কারণ আপনারা দুর্বৃত্ত, অসামাজিক এবং পৈশাচিক মনোভাবাপন্ন স্বৈরাচারী শাসক। রাজ্য শাসনে আপনারা অপারগ। আপনাদের সম্মিলিত যৌথ উদ্যোগে নিপীড়িত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। আপনারা নানাবিধ প্রকল্প এবং ভাতা ভিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের মহানুভবতার কথা যতই প্রচার করুন সেই মুখোশ খুলে গিয়ে আসল রূপটি ইতিমধ্যে উন্মোচন হয়ে গিয়েছে। বেপরোয়া জুনিয়ার ডাক্তাররা লালবাজারে গিয়ে পুলিশ কমিশনারকে একটি কৃত্রিম মেরুদন্ড উপহার দিয়ে এসেছেন, স্বাস্থ্য ভবনের প্রধান আধিকারিক তথা বাংলার জনপ্রতিনিধি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার স্বরূপ একটি কৃত্রিম মস্তিষ্ক প্রদান করবেন বলে আগাম স্থির করে রেখেছেন। সাংবিধানিক নিয়ম পালন করে জুনিয়ার ডাক্তাররা নির্ভয়ে গেয়ে চলেছেন —

দেশটা তোমার বাপের নাকি করছো ছলা-কলা
কিছু বললেই ধরছো চেপে জনগণের গলা ....

কেন জানেন ? তাঁদের সহকর্মী তিলোত্তমা হত্যাকান্ডে জড়িত পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ সকল অপরাধীদের সঠিক এবং দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবি। আজ তিলোত্তমা বলি হয়েছেন কাল হয়তো হবেন অন্য কেউ। ওদের নিরাপত্তা চাই, চাই সরকারের লিখিত প্রতিশ্রুতি। শুধু তাঁদের কেন পৃথিবী জুড়ে সকল শিক্ষিত বিশ্ববাসীর এখন একটাই ন্যায্য দাবি — উই ওয়ান্ট জাস্টিস ! কিন্তু পরম দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আপনি নির্যাতিতা মেয়েটির পক্ষপাতীত্ব না করে হত্যাকারীদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে নরাধম উকিল কপিল সিব্বলের স্মরণাপন্ন হয়েছেন এবং তাঁর সাহায্যকারী আরো একুশজন উকিল নিয়োগ করেছেন। একটি শুনানির মূল্য যার কুড়ি লক্ষ টাকা। আপনাকে কে যোগান দিচ্ছেন এই টাকা ? সরকারি তহবিলে জমানো টাকা সে তো রাজ্যবাসী জনসাধারণের, কার সন্মতিক্রমে আপনি ব্যয় করছেন সেই টাকা ? কোন মহৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার অভিপ্রায় আপনার? নাকি বলবেন আপনার পিতৃদত্ত টাকা তাই নিজের ইচ্ছে মতো ব্যয় করে চলেছেন ? কোনটা সত্য একবার বলবেন ? শুনেছি আগামী শুনানির দিন অর্থাৎ ১৭/৯/২০২৪ মঙ্গলবার আপনি একুশ জনের পরিবর্তে চৌত্রিশ জন উকিল নিয়োগ করতে চলেছেন ! আপনার এত ভয় ? কার জন্যে আপনার এই স্বার্থত্যাগ? নিজেকে বাঁচানোর জন্যে নয় তো? এবার বুঝেছি টাকার যোগান দেয় কারা? আপনার অনুগত বীরভূমের মৎস বিক্রেতা অনুব্রত মন্ডল আপনার প্রশ্রয়ে যিনি বীরভূম অঞ্চলের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে উঠেছিল, যিনি ধরাকে শরা জ্ঞান করতে শুরু করেছিল দিদিকে তিনিই তো উপঢৌকন পাঠাতো তাই নয় কি? আপনি যাকে ব্যাঘ্র নামে আখ্যায়িত করেছিলেন সে এখন কোথায় ? কিচ্ছুটি ভাববেন না আপনি, তিনি এখন বহাল তবিয়তে রাজধানী দিল্লীর তিহার জেলে অবস্থান করছেন এবং কন্যাকে নিয়ে লুডো খেলতে ব্যস্ত। নেড়ি বাঘ এখন খেলা খেলছে। বলেছিল খেলা হবে।

আবার প্রেসিডেন্সি জেলের রত্ন প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ, কালীঘাটের কাকু সহ আপনার আরো অগণিত পদলেহনকারী ভৃত্যরা থাকতে টাকার অভাব হবে কি করে ? সেই রকম আরো এক দুস্কৃতকারী, আর্থিক দুর্নীতিগ্রস্থ তিলোত্তমা হত্যাকান্ডে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত শুয়োরের নাম সন্দীপ ঘোষ। আপনি তো অবৈধ অর্থ উপার্জনের চিরস্থায়ী ফ্যাক্টরি খুলে রেখেছেন সমগ্র রাজ্যজুড়ে তাই হয়তো উদ্যোগপতি মহামান্য রতন টাটাকে নিজের বল প্রয়োগ করে বাংলায় কারখানা প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেননি। জনসাধারণের ভালো হোক সেটা আপনার নীতি বিরুদ্ধ। আপনার দিন চুরি ডাকাতি করে বিগত তেরো বছর যাবৎ যেমন চলে আসছে ঠিক তেমনি ভাবেই চলে যাবে আগামী দিনগুলো, মহামান্য রতন টাটাও থেমে থাকেননি আসাম আর গুজরাটে তিনি বৃহৎ আকারের প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছেন। ক্ষতি হলো বাংলার জনগণের। চাকরি দুর্নীতি করে আপনি তাঁদের প্ররোচিত এবং উৎসাহিত করছেন পুজো মন্ডপে ঘুরে ঘুরে ঘুঘনি আর ঝালমুড়ি বেচার জন্য ? ছিঃ ! আমি ধিক্কার জানাই আপনার নোংরা রাজনীতিকে। আপনি যে দ্বিতীয় কালিদাশ, আপনি যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসে আছেন সেই রাজ্যটাকেই আপনি ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ? আপনার তুলনা আপনি স্বয়ং। আপনি যে কতবড় আহম্মক এবং নির্বোধ তা ভাষায় বর্ণনা করার উর্দ্ধে। তাহলে শুনুন আপামর সমগ্র বাঙালির নমস্য ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কথা ---

আজ থেকে প্রায় ৬৩ বছর আগেকার কথা। ১৯৬১ সালের ৬ অগাস্ট। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জে এফ কেনেডির সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে বসেছেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। সম্পূর্ণ ঘটনাটি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে নিউ ইয়র্ক টাইমসে। টুকটাক কথাবার্তা হচ্ছে। হঠাৎই ডঃ রায় প্রশ্ন করলেন-- আচ্ছা, আপনার কি বেশ কিছুদিন ধরে পিঠটা খুব ব্যথা করছে?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করলেন-- কিন্তু আপনি তো আমার রোগ পরীক্ষাও করেননি। এভাবে দেখে কী করে বলে দিলেন?

এরপর তিনি নিজে কিছু ওষুধ লিখে দেন। তারপর বলেন-- এই আমি ওষুধ লিখে দিলাম। আগামী এক বছরের মধ্যে যদি ব্যথা না সারে, তাহলে আমি নিজের খরচে আবার আসব আপনার কাছে। এরপর বেরিয়ে আসছেন বিধানচন্দ্র রায়, এমন সময়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন--আচ্ছা আমার ডাক্তারির পারিশ্রমিক ?

প্রশ্ন শুনে যারপরনাই অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সত্যিই তো, চিকিৎসককে তো তাঁর ফিজ দেওয়া উচিৎ ! একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন-- হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চই, আপনার ফি কত টাকা ?

আর তখনই ডঃ বিধানচন্দ্র রায় যেটা করে বসলেন, তা কল্পানতীত। বের করলেন তাঁর কলকাতার উন্নয়নের মাস্টারপ্ল্যান। জানালেন-- এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তাঁর রাজ্যে ৩০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন। ভারতের একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রচেষ্টায় অবাক হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট কেনেডি। সঙ্গে সঙ্গেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহায়তায় কলকাতার উন্নয়নের পরিকল্পনার সমীক্ষা করা হবে বলে জানালেন। এরপর বাকিটা সোনালি অক্ষরে লেখা ইতিহাস। গঠিত হল ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন। এর অধীনে টাউনশিপ, স্কুল, হাসপাতাল, মিউনিসিপ্যাল ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন- কী না হয়নি!

আর আপনি স্কুল পাঠ্য পুস্তকে স্বরচিত অশ্রাব্য কবিতার অণুপ্রবেশ ঘটিয়ে রাতারাতি কবি মর্য্যাদায় উন্নীত হতে চাইছেন ? কচিকাঁচা বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের মানসপটে দাগ কাটার চেষ্টা করছেন ? সেগুড়ে বালি। ওদের মন দুর্গের চেয়েও দুর্ভেদ্য। সেখানে "স্থান করি লব কোনোমতে এক ধারে" সেটি সম্ভব নয়। আপনি সেদিন মঞ্চে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নিজহস্তে আকাদেমী পুরস্কারটি গ্রহণ করতে পারেননি। কেন জানেন ? লজ্জা ও সংকোচে আড়ষ্ট হয়েছিল আপনার বিবেক নামক সংবেদনশীল বস্তুটি । আপনি নিশ্চিত জানতেন যে, ওই পুরস্কারের যোগ্য পাত্র আপনি নন। অপাত্রে দান করা হয়েছিল। মানুষ পৃথিবীতে সবাইকে ঠকাতে পারে একমাত্র নিজেকে ছাড়া। আপনার হয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন সেই পুরস্কার। আমি ঠিক বলছি তো ? ভুল হলে শুধরে দেবেন।

জুনিয়ার ডাক্তাররা তাঁদের ন্যায্য অধিকার এবং দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে পথে নেমেছেন। এই আন্দোলনের নেপথ্যে কোন রাজনৈতিক দলের রঙ বা গন্ধ নেই। তাঁরা পথে নেমেছেন নিরাপত্তার অভাবে, ভয়ে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আবারও কোন তিলোত্তমার অকাল বলি হতে পারে এই কারণে। সরকারের উপর আস্থা তাঁদের চিরতরে শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন তাঁরা নিদারুন আতঙ্কিত ও স্তম্ভিত। তাঁদের পাঁচ দফা দাবি স্বীকৃতি না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁরা কাজে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক। তাছাড়া তাঁরা তো শিক্ষানবিশ পড়ুয়া। তাঁদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে এযে নিছক অপপ্রচার ! শিক্ষানবিশ পড়ুয়া ডাক্তারদের জন্যে আপনার রাজ্যে তেইশটি তাজা প্রাণ নিধন হয়েছেন ? এরা আসলে কারা, তাঁদের পরিচয়টাই বা কি ? মোদ্দা কথা ছলে- বলে-কৌশলে আপনি তাঁদের ভালো চান না বরং আন্দোলনের বিপক্ষে এবং তাঁদের ন্যায়ের বিরুদ্ধে ঢাল হয় রুখে দাঁড়াতে চান। আবার আপনিই আপনার চটিচাটা পার্ষদ সহ রাস্তায় নেমে মিথ্যে অভিনয় করছিলেন এই বলে --- উই ওয়াণ্ট জাস্টিস ? বলতে ইচ্ছে করে "একই অঙ্গে এত রূপ দেখিনি তো আগে" !

ভূবন জোড়া জনগণের সাত্বিক আন্দোলনটিকে আপনি যেন-তেন প্রকারেন আমিষ করে দিতে চান এটাই আপনার মূল উদ্দেশ্য। সেই কারণে আপনি নিরীহ আন্দোলনকারীদের উপর আপনার মেরুদন্ডহীন মোটামাথা 'ফুলিশ' বাহিনী দিয়ে নির্দ্বিধায় কাঁদানো গ্যাস ও জলকামান প্রয়োগ করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করেছিলেন। জাতীয় পতাকা হাতে এক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীকে পর্য্যন্ত আপনি রেহাই দেননি। শুধুমাত্র নৈতিক কারণ এবং বিবেক দংশন হেতু তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, আপনার ভাগের টাকায় অংশগ্রহণ করতে যাননি। তিনি কে ছিলেন তাঁর বংশ পরিচয়ই বা কি আপনি তার খোঁজ নিয়েছিলেন কি ? তাহলে শুনুন ---

"বয়স আন্দাজ সত্তরাধিক, পরনে গেরুয়া বস্ত্র, হাতে জাতীয় পতাকা। আন্দোলনের একজন সৈনিক। জলকামানের জলধারা এনাকে পর্য্যুদস্ত করতে পারেনি। ধরে নিতে পারি ইনি কোন দল করেন না, অতএব ক্ষমতা দখলের লোভও নেই। শুধুমাত্র তিলোত্তমার নির্মম হত্যাকাণ্ডে বিচলিত হয়ে বিচার চাইতেই আজকের মিছিলে ওনার এই যোগদান।

অথচ এই মানুষটিকে নিয়ে একদল মানুষ সারাদিন ট্রোল করে গেলো, বলে গেলো ইনি কোন স্কুলের ছাত্র ইত্যাদি, সেই মানুষটিকে খুব কম মানুষই চেনেন। তাই তাঁদের জ্ঞাতার্থে সবিনয়ে নিবেদন --- ইনি শ্রদ্ধেয় বলরাম বসু। প্রাক্তন মেয়র স্বর্গীয় কমল বসুর নাতি ইনি। এনার প্রপিতামহ স্বর্গীয় ভূপেন বসু, যার নামে শ্যামবাজারে ভূপেন বোস এভিনিউ। শ্যামবাজার অঞ্চলে বলরাম বাবুর অপূর্ব সুন্দর একটি বাড়ি আছে এবং ইনি প্রভুত সম্পদের অধিকারী। এই সমস্ত ত্যাগ করে প্রায় ১০ বছর আগে উনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। ওনার তেজি দৃপ্ত শরীরী ভাষা দেখেই বোধগম্য হওয়া উচিৎ ছিল যে, উনি আর যেই হন একেবারে এলেবেলে ধান্দাবাজ কোনো মানুষ মোটেই নন"। কিন্তু বুদ্ধি থাকলে তবেই না বোধের উদয় হওয়া সম্ভব !

আপনি চান ক্ষিপ্ত জনতা যত শীঘ্র সম্ভব উৎসবে ফিরে আসুক। তাঁরা আদৌ উৎসবমুখি হবেন কি হবেন না তাতে আপনার এত তৎপরতা কেন শুনি ? সারা রাজ্যটাই তো আপনি গুন্ডা বাহিনী দিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন। গুন্ডা বাহিনী আর 'ফুলিশ' বাহিনী দুই-ই রাজ্যের মূর্খমন্ত্রী চালিত পুতুল। উৎসবকালীন সময়ে মেয়ে-মহিলাদের উপর কোন বিপদ ঘনিয়ে আসবে না হলপ করে তা কে বলতে পারে ? সম্প্রতি নৈহাটি অঞ্চলে একটি মিছিল চলাকালীন মেয়ে-মহিলাদের বস্ত্র হরণ নয়, আপনার অবাধ প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা দুঃশাসনরা 'ফুলিশ'- এর উপস্থিতিতে মেয়ে-মহিলাদের বুকে হাত দিয়েছিল। সেই কথা আপনি শুনতে পাননি ? নাকি কর্ণগোচর হওয়া সত্ত্বেও নীরবে বসে আছেন ?

সত্যি তো নীরবে বসে থাকাটাই আপনার কাজ। ছেলেরা করবেই বা কি ? আপনার রাজত্বে লেখা-পড়া শিখে চাকরি পাওয়া আকাশ-কুসুম চিন্তা। কিছু সংখ্যক শিক্ষিতরা যারা বাংলার বাইরে আছেন তাঁরাই সুখে আছেন। বাকিরা পাঁকে আবদ্ধ হয়ে আছেন। আপনার তাবেদারী করে যাচ্ছেন বাধ্য হয়ে। তাঁরা অসহায়, তাঁরা নিরুপায়, ভবিষ্যৎ তাঁদের তমশাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকারময়। তাই পাপ কর্মে লিপ্ত হয়ে আছেন। ঘুম ভাঙলে, ঘোর কাটলে তাঁরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবেন এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

যাক আমার এই প্রতিবেদন শেষ করার আগে এবারের উৎসব সম্পর্কে নির্যাতিতা, ধর্ষিতা ও মৃতা তিলোত্তমার মাতৃদেবীর বয়ানটা একবার শুনে নিন। তারপর আপনাদের যেমন মন চায় তেমনটাই করবেন। তবে একটা কথা মনে রাখবেন আমাদের নিজ গৃহের আপনজন মারা গেলে এক বৎসর কাল ব্যাপী অসৌচ পালন করার নিয়ম আছে সেই বিষয়ে অবগত আছেন তো ? সেই সময় উপনয়ন, বিবাহ, গৃহপ্রবেশ অর্থাৎ কোন শুভ কাজে হাত দেওয়া যায় না। এমন কি কোন অনুষ্ঠান বাড়িতে অন্ন গহণ করা নিষেধ। হোটেল, রেস্তোরায় খাওয়া বারণ। সেই কথা আপনারা জানেন কি ? আর না জানলেও একথা নিশ্চয়ই জানেন --- " মানুষ মানুষের জন্যে" ! 'দেশের মানুষ যদি ভাবেন উৎসবে ফিরবেন তাহলে ফিরবেন। কিন্তু সকলে তো আমার মেয়েটাকে নিজের পরিবারের মেয়ে ভাবছেন, তাঁরা যদি পারেন ফিরতে তাহলে ফিরবেন। আমার কিছুই বলার নেই। তবে আমার ঘরেও দুর্গাপুজো হত, আমার মেয়ে নিজে করত। আমার বাড়িতে তো আর কোনওদিন দুর্গাপুজোর আলো জ্বলবে না। আমার ঘরের প্রদীপ নিভে গিয়েছে। আমি কী করে বলব মানুষকে উৎসবে ফিরতে" ?

--- তিলোত্তমার মা।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

লামডিঙে ব্যাপক সুরক্ষামূলক পরিদর্শন সম্পন্ন করলেন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি সম্পর্কেও পর্যালোচনা

মালিগাঁও, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: ডিভিশনের পরিচালনমূলক দক্ষতা, পরিকাঠামোমূলক উন্নয়ন এবং সামগ্রিক কর্মক্ষমতার মূল্যায়ন করতে আজ (১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব লামডিঙে এক পুংখানুপুংখ পরিদর্শন সম্পন্ন করেন। এই পরিদর্শনের সময় জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে ছিলেন হেড কোয়ার্টার ও ডিভিশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা।

যে কোনও হুমকির মোকাবিলার জন্য জওয়ানদের প্রস্তুতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে লামডিঙে রেলওয়ে প্রটেকশন স্পেশাল ফোর্স (আরপিএসএফ)-এর ১ম ব্যাটেলিয়নের ঘাঁটিতে উপস্থিত হয়ে এই পরিদর্শনের সূচনা করেন তিনি। এরপর জেনারেল ম্যানেজার লামডিং রেলওয়ে স্টেশনে ডিজেল ইলেক্ট্রিক মাল্টিপল ইউনিট ডেমু শেড ও পিট লাইন পরিদর্শন করেন। নির্ধারিত এই পরিদর্শনের সময় তিনি ডেমু ট্রেনের একটি নতুন রেকও পরিদর্শন করেন যা একটি নিউ কালার স্কিমের সাথে চালু করা হয়েছে যা রক্ষণাবেক্ষণের সময়কে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে। ট্র্যাক পরিকাঠামোর ভালো দেখভাল ও সুরক্ষিত ট্রেন পরিচালন নিশ্চিত করতে তিনি রেল ও ওয়েল্ড পরীক্ষার জন্য দায়বদ্ধ আল্ট্রাসনিক ফ্ল ডিটেকশন (ইউএসএফডি) টিমের সাথেও বার্তালাপ করেন এবং টার্নআউট রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত পার্মানেন্ট ওয়ে (পি. ওয়ে) গ্যাং-এর সাথে আলোচনা করেন।

এর পর তিনি ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম)-এর কার্যালয়ে ডিভিশনাল আধিকারিকদের সাথে ফলপ্রসূ বৈঠক অনুষ্ঠিত করেন। তিনি ডিভিশনের কর্মদক্ষতার পর্যালোচনা করেন এবং পরিষেবা ও সুরক্ষার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে কর্মীদের উৎসাহিত করেন। এছাড়াও জিএম লামডিং স্টেশনে চলমান উন্নয়নমূলক কাজ এবং যাত্রী সুবিধা ও স্টেশন পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন।

লামডিং-হোজাই সেকশনের রিয়ার উইন্ডো ট্রেলিং পরিদর্শনের মাধ্যমে এদিনের কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে, যেখানে জিএম ট্র্যাকের অবস্থা এবং সেকশনটির সামগ্রিক পরিচালনমূলক কর্মক্ষমতার মূল্যায়ন করেন। পরিচালনমূলক উৎকৃষ্টতা বজায় রাখা এবং যাত্রীদের প্রতি পরিষেবার মান উন্নতির ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতি জিএম-এর এই ব্যাপক পরিদর্শনের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে। জিএম সমস্ত কর্মীর কর্মপ্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং এই অঞ্চলে রেল পরিষেবার উন্নয়নে ক্রমাগত সহায়তার আশ্বাস দেন।

লাইভ স্ট্রিমিং নিয়ে ভিন্নমত দুই আইনজীবী সাংসদ বিকাশ ও কল্যাণ

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): লাইভ স্ট্রিমিং নিয়ে ভিন্নমত আইনজীবী তথা সিপিএম সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও আইনজীবী তথা শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদমাধ্যমকে বিকাশবাবু জানিয়েছেন, লাইভ স্ট্রিমিংয়ে কোনও আইনি বাধা ছিল না। বিকাশের কথায়, "চিত্রনাট্য অনুযায়ী বৈঠক হবে না বুঝেই মুখ্যমন্ত্রী লাইভ স্ট্রিমিংয়ে রাজি হননি। অন্য সময় তো প্রশাসনিক বৈঠক লাইভ হয়। এখন কেন করলেন না?" মুখ্যমন্ত্রী বিচারাধীন বিষয়ের উল্লেখ করে যে ভাবে লাইভ সম্প্রচারে অপারগতার কথা জানিয়েছিলেন, তাকেও 'ছেঁদো যুক্তি' বলে কটাক্ষ করেছেন বিকাশবাবু।

এর পাল্টা মতও রয়েছে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, "কোন আলোচনায় কোথায় লাইভ স্ট্রিমিং হয়? কোন আইনে রয়েছে যে, লাইভ স্ট্রিমিং বাধ্যতামূলক? জেদ করে একটার পর একটা শর্ত চাপানো হচ্ছে। এটা এক ধরনের দর কষাকষির রাজনীতি (বার্গেনিং পলিটিক্স) চলছে।" তিনি বলেন, "লাইভ স্ট্রিমিংয়ের দরকার কী? বৈঠকটা তা হলে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে হোক। এটা কি কোনও যুক্তি হতে পারে?"

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭২ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭২ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রতি ব্যারেল ৬৭ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি শুক্রবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, রাজধানী নয়াদিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৭.৬২ টাকা। মুম্বইতে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে ১০৩.৪৪ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৯৭ টাকায়। একই সময়ে, কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০৪.৯৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৮৬ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৪৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের পঞ্চম দিনে প্রথম দিকে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.৩৫ ডলার বা ০.৪৯ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৭২.৩২ ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ০.৩৭ ডলার বা ০.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৬৯.৩৪ মার্কিন ডলারে লেনদেন করছে।

আলিপুরদুয়ারে চিতাবাঘের হামলায় আহত মহিলা শ্রমিক

আলিপুরদুয়ার, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ডুয়ার্সের কলাবাড়ি চা বাগানে চিতাবাঘের আক্রমণে এক মহিলা শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। বর্তমানে আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মহিলা কর্মী। আহত শ্রমিকের নাম রেশমা খারিয়া (৩৬)। সে কলাবাড়ি চা বাগানে শ্রমিকের কাজ করে বলে সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে বাগান থেকে কাজ করে বাড়ি ফিরছিলেন রেশমা। তখন একটি চিতাবাঘ তাকে পেছন থেকে আক্রমণ করে। চিতাবাঘের হামলায় মহিলার মাথা ও ঘাড়ে জখম হয়েছে।

WALK IN INTERVIEW

*Applications are invited on plain paper for Walk-in-Interview for the engagement of Guest/Visiting lecturers in the following subjects in **U.G. and P.G. Level** during the academic session 2024 – 25:*

UNDER GRADUATE LEVEL(UG)	POST GRADUATE LEVEL(PG)
1. English, 2. Education, 3. History, 4. Sanskrit, 5. Kok-borok, 6. Economics, 7. Physical Education 8. Pol.Science 9. Philosophy 10.Bengali 11. Human Physiology, 12. Zoology, 13. Botany 14. Physics, 15. Chemistry, 16. Mathematics, 17. Information Technology (IT), 18. Commerce (Specialization in Accounting) 19. NSS 20. NCC 21. EVS 22. Tourism, Transport & Travel Management	i. Bengali ii. English
1. Eligibility:- a. At least 55 % marks at Masters Degree in the concerned subject. b.5 % marks relaxation in case of ST/SC/PH and having Ph.D. c. Priority to be given tocandidates having NET/SLET and Ph.D. **For Sl.Number –17- M.Tech or Equivalent** **For Sl.Number – 19-**Any Post Graduate with certification as National Service Volunteer/Post Graduate with NSS as an elective in PG programme/MSW. **For Sl.Number – 20-** NCC-C certificate holder from NCC (Preferably Post Graduate in any Stream, minimum requirement-Graduate Degree) **For Sl.Number – 22-** Having Masters /PG Degree in Tourism/Transport/Travel Management or Possessing MBA Degree(having tourism specialization)	1. Eligibility:- a. At least 55 % marks at Masters Degree in the relevant subject. b.5 % marks relaxation in case of ST/SC/PH and having Ph.D. c. Priority will be given to the candidate having NET/ SLET / Ph.D

*Willing candidates to attend the said walk-in-interview are informed to bring their original certificates with a photocopy of the same along with an application on plain paper (Bio-data) on **19th September '2024** and report to the Office of the Principal, Government Degree College, Dharmanagar within 11 a.m. to 3 p.m.*

2. Eligibility:-
   a. At least 55 % marks at Masters Degree in the relevant subject.
   b. 5 % marks relaxation in case of ST/SC/PH/Ph.D degree holder candidates.
   c. Priority to be given to the candidates having NET/SLET/Ph.D.
3. Engagement will be made on merit basis by way of maintaining the reservation policy of the State Government and screening of API score followed by interview as per New Recruitment Rules framed for Assistant Professor, Government (General) Degree Colleges as per DHE notification No.F.1 (314)-DHE/Estt (G)/18(L)2496 dated 02.09.2024.
4. Payment of Honorarium and other terms and condition for the engagement will be made as per guidelines/norms of the State Government vide Director of Higher Education Notification dated 02.09.24
5. No TA/DA will be considered for Guest Lecturer candidates.

NB: Sl.No. 1 to 16 , 18, 21- candidates should have Post graduate degree in concerned subjects.

11.9.202
GAUTAM DAS
Principal-in-Charge
Govt. Degree College
Dharmanagar, North Tripura

ICA/D-872/24

জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনের নেপথ্যে ফের রাজনীতির যোগের অভিযোগ

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনের নেপথ্যে রাজনীতির যোগ রয়েছে বলে আগেই দাবি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। 'প্রমাণ-সহ' তারা শুক্রবার ফের সেই জোরালো দাবি করলো।

বিজেপি নেত্রী তথা প্রাক্তন মডেল পামেলা গোস্বামীকে বুধবার দেখা গিয়েছে চিকিৎসকদের ধরনা মঞ্চে। এবার দেখা গেল বিজেপির যুব মোর্চার উত্তর কলকাতার জেলা সভাপতিকে। অন্তত এমনটাই দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের।

কুণাল ঘোষ এক্সবার্তায় চারটি ছবি যুক্ত করে লিখেছেন, "অরাজনৈতিক। জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মসূচিতে এরা... ।কাদের মদতে, প্ররোচনায়, কোন সুতোর টানে তিন চারজন নেতা সেজে জুনিয়র ডাক্তারদের ভুল বুঝিয়ে জটিলতা বহাল রাখতে চাইছে, দেখুন, বুঝুন। জুনিয়র ডাক্তারদের ধরণায় বিজেপির যুব মোর্চার উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি সুবোধ দাস, সদলবলে, রসদসহ।

করিমগঞ্জে নিয়োগ পরীক্ষার জন্য কন্টোল রুম

করিমগঞ্জ(অসম) ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামী ১৫ ও ২৯ সেপ্টেম্বর করিমগঞ্জ জেলায় তৃতীয় শ্রেণীর প্রার্থীদের জন্য অনুষ্ঠিত নিয়োগ পরীক্ষা ২০২৪ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে বিদ্যালয়সমুহের পারিদর্শকের কার্যালয়ে একটি কন্টোল রুম খোলা হয়েছে। এই কন্টোল রুমের দায়িত্বে রয়েছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার রংবামন টেরন, মোবাইল নম্বর : ৯৬৭৮৯৩৪৭০৪। এছাড়া এই কন্টোল রুম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য আরও চার জন্য আধিকারিক ও কর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছেন বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক কার্যালয়ের প্ল্যানিং ও স্ট্যাটাসটিক্যাল অফিসার অসিত দত্ত - ৮১৩৫০৮৫৫০৫, জেলা প্রোগ্রাম আধিকারিক সমগ্র শিক্ষা ও মেম্বার সেক্রেটারি সেবা রিজিওনাল অফিস করিমগঞ্জের ড. কে এইচ. সঞ্জীব কুমার সিং - ৯৪৩৫৫৮৮৯৪২/৮৪৭৩৮২৪২২১। এতে রয়েছেন বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক কার্যালয়ের সিনিয়র অ্যাসিট্যান্ট দেবাশিস দে - ৯৪০১১৩০৫৬০/৮৬৩৮২৮২৬৮৯। এছাড়া এতে রয়েছেন সমগ্র শিক্ষা ও সেবা রিজিওনাল অফিস করিমগঞ্জের ই ডি পি পিথু রঞ্জন নাথ - ৯৪৩৫১৭৫৪৮০/৭০০২১৫৪৮৮৭।

শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চে জঙ্গিদের খোঁজে জারি তল্লাশি অভিযান

জম্মু, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী জেলা পুঞ্চে শুক্রবারও জারি রয়েছে তল্লাশি অভিযান। জানা গেছে, ডোডি বনাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলে নিরাপত্তা বাহিনীর ।জানা গেছে, বৃহস্পতিবার গোপন তথ্যের

বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে পূজা স্মরণিকার সৌজন্য কপি জমা দেওয়ার জন্য বিশেষ আবেদন :

রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাব এবং পূজা আয়োজক কমিটির দৃষ্টি আকর্ষন করে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, আপনাদের উদ্যোগে প্রকাশিত 'পূজা স্মরণিকা"র অন্তত ১টি কপি আপনাদের নিজ উদ্যোগে বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে জমা করার জন্য। যাতে করে লাইব্রেরীর স্কলার, গবেষক এবং সাহিত্যপ্রেমী পাঠকরাও আপনাদের মূল্যবান লেখনী পড়ার সুযোগ পায়। আপনাদের জমা দেওয়া স্মরণিকার কপি বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরীস্থিত রমাপ্রসাদ গবেষণাগারে সযত্নে সংরক্ষন করা হবে।

ICA/D-870/24

বিনিত (দিলীপ কুমার দাস)
প্রধান গ্রন্থাগারিক
বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরী আগরতলা, ত্রিপুরা

CORRIGENDUM

Subject: Time extension of tender,
Reference: i) DNIeT No. 22/EE/Divn.III/PWD(R&B)/ 2024-25,
Tender ID: 2024_CEPWD_51969_1
Due to unavoidable circumstances last date of online downloading and bidding of the above mentioned tender which was floated vide this office PNIET No. 09/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2024-25 and circulated vide this office Memo No.45(04)/EE/Divn.III/PWD(R&B)/3188-3254, dated 29-08-2024 is hereby extended up to 3.00 P.M. of 20.09.2024. Tender will be opened on 20.09.2024 at 4.00 P.M. (if possible).
ICA/C/1635/24

(Er. M. Debnath) Executive Engineer
Agartala Division No.III, PWD(R&B)

NOTICE INVITING e-TENDER
Ref: No. F. 3(213)-AGMC & GBPH/S&P/FREE DIET/2023-24
Dated, Agartala, the .../2024

TENDER FOR RATE CONTRACT FOR SUPPLY OF "SPECIAL DIET ITEMS FOR NORMAL DELIVERY AND CAESARIAN DELIVERY MOTHER" FOR USE IN OBS AND GYNAE DEPT. AT AGMC & GBP HOSPITAL, AGARTALA.

A Tender is hereby invited on behalf of the Medical Superintendent & HOD, AGMC & G.B.P. Hospital, Agartala regarding rate contract for supply of "SPECIAL DIET ITEMS FOR NORMAL DELIVERY AND CAESARIAN DELIVERY MOTHER" FOR USE IN OBS AND GYNAE DEPT. AT AGMC & GBP HOSPITAL, AGARTALA, TRIPURA. Ref: No. F. 3(213)-AGMC & GBPH/S&P/FREE DIET/2023-24

The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is 01/10/2024 up to 5:30 pm. All future modification/corrigendum shall be made available in the e procurement portal, So bidders are requested to get the update themselves from the e procurement web portal only.
ICA/C/ 1650/24

Medical Superintendent &
Head of Department A.G.M.C &
G.B.P. Hospital, Agartala.

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender are hereby invited by the undersigned, on behalf of the Governor of Tripura from of Tripura the enlisted and and bonafied contractors/Firms/Agencies PWD/CPWD/TTAADC of appropriate class in PWD Form 7 (Seven) in Non judicial stamp paper costing of Rs.50/-(Rupees fifty) only having experiences in similar nature of job for the following works.

SL. NO	NAME OF WORKS	LOCATION	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY@ 3 %	TIME OF COMPLETION OF WORKS
1.	Maintenance of one TTS jowan barrack (Size 40' x 20') by providing new pre-painted Galvalume sheets roofing steel doors and windows, ceiling, plastering, painting etc, at A.D. Nagar, under the Comdt. SAF Unit	O/o the Comdt, Special Armed Force, Tripura, A.D.Nagar, Tripura.	4,06,110.00	12,183.00	30 (Thirty) days

SL. NO	NAME OF WORKS	LOCATION	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY@ 3 %	TIME OF COMPLETION OF WORKS
2.	Maintenance of DIGP,AP(Ops-I) Office building by providing plastering with chemical, rain water pipes, outside painting including one steel staircase for ascending top roof etc,at A.D.Nagar.	O/o the DIGP,AP(Ops-I), Tripura, A.D.Nagar, Tripura.	4,61,968.00	13,859.00	30(Thirty) days

The earnest money and all necessary documents like proof of Nationality, professional Tax, clearance certificates, Pan card, enlistment of C.E/S.E/E.E of PWD etc as approved contractor and valid license for engagement of workers in the contract works from the Labour Deptt., Govt. of Tripura are to be submitted along with the tender so as to reach the office of the undersigned on or before 27/09/2024 up to 1400 hrs.
The estimates (schedule of rate of works) details tender notice with terms & condition for the proposed works can be had from the office of the undersigned on payment of Rs.12/-(Rupees twelve) only on any working days during office hours w.e.f. 12/09/2024 to 26/09/2024 upto 1350 hrs.
ICA/C/1639/24

Commandant Special
Armed Force Tripura Agartala

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/OtherState PWD up to 3.00P.M.on 03/10/2024 for the followingwork:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY & BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of 1 unit Teacher's Quarter building attached to Raishyabari Eng. Med. HS School of Raishyabari block, Dhalai District under Samagra Shiksha for the year 2023-24. DRAFT NIT NO: 29/SE/ENGG.CELL/DSE/2024-25 PRESS NIT NO: 34/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25	Rs. 40,60,400.00	Rs. 81,208.00	8(Eight) months	Up to 3PM 03/10/2024	At 04/10/2024 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Construction of 1 unit Teacher's Quarter building attached to Bhaiboancharra High School of Chawmanu block, Dhalai District under Samagra Shiksha for the year 2023-24. DRAFT NIT NO: 28/SE/ENGG.CELL/DSE/2024-25 PRESS NIT NO: 35/EE/ENGG.CELL/Samagra/2024-25	Rs. 40,60,000.00	Rs. 81,200.00	8(Eight) months	Up to 3PM 03/10/2024	At 04/10/2024 Hrs on 11am.		

All in Press Notice & Bid Documents for the works on websitehttps://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.
ICA/C /1645/24

(Er. B. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 19/EE-JRN/PWD/2024-25
Dated: 11-09-2024

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites percentage rate e-tender online for Strengthening of Mora Chowmohani to T.E College via Chakbasta under Jirania R.D. Block (Length- 5.90 Km) under Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2024-25.

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	TENDER FEE	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Strengthening of Mora Chowmohani to T.E College via Chakbasta under Jirania R.D. Block (Length- 5.90 Km) under Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2024-25. DNIeT No: 19/CE/PWD(R&B)/SE (P&DU)/2024-25.	Rs. 9,33,61,355.00	Rs. 18,67,227.00	360 Days	Rs. 10,000.00	Up to15.00 Hrs 17-10-2024	At 15.30 Hrs on 17-10-2024	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 12-09-2024 to 17-10-2024 and last date of downloading and submission of bid is 17-10-2024 upto 3.00 pm. Submission of Tenders physically is not permitted.
ICA/C/1647/24

For and on behalf of the Governor of
Executive Engineer
Jirania Division, PWD(R&B)
Jirania, West Tripura

No.535/TSR-6/Tender-1/QM/2024-25/10018 Dated, the 11h September,2024.
PRESS TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited by the undersigned, on behalf of the Governor of Tripura from the enlisted contractors/firms/agencies of Tripura PWD/CPWD/TTAADC/MES of appropriate class in format No. F/TRI-7 (Seven) in non-judicial stamp paper costing Rs. 50/- (Rupees Fifty) only for below noted construction Works under 6th Bn TSR (IR-II) as per technically approved estimate:

Srl No.	Name of works and placed	Estimated amount	Earnest money @ 3%	Time of completion of works
1	Construction of Jawan living barrack (size- 40'x20') full wall with brick pillar in/c 4' front Verandah with GCI sheet roofing, flooring PVC ceiling, etc. at 6th Bn TSR HQr. Ramchandraghat, Khowai.	Rs.12,44,039/-	Rs.37,321/-	90 days

2. roofing, flooring PVC ceiling, etc. at 6th Bn TSR HQr. Ramchandraghat, Khowai.
Details Notice inviting tender, terms and Conditions for supply of above mentioned works may be collected from the Office of the Commandant, 6th Bn TSR(IR-II), Ramchandraghat, Khowai Tripura during office hours up to 26.09.2024 on prayer and free of cost. Tender documents (Non-refundable) or the same can also be available in website www.tripurapolice.nic.in.
3.
Last date for dropping of quotation fixed on 30.09.2024 upto 1600 hrs which will be opened on 01.10.2024 at 1130 hrs by a board of officers in presence of the interested parties, if possible.
ICA/C/1653/24

Commandant 6th Battalion TSR(IR-II)

কাজের সন্ধান

অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৫০০ এপ্রেন্টিস নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিসপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, বিবিএ, বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষার কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ডসহ সারা দেশে এপ্রেন্টিস পদে ৫০০ জন নিয়োগ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বিশেষ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায়।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতেনা পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনারইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করেআপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এইনম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ডদিয়েআপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং এইচআর/ এপিপিআর/ ইউবিআই/ ২০২৪-২৫। তারিখ ২৭ আগস্ট, ২০২৪। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বিশেষ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় এপ্রেন্টিস পদে নিযুক্তি পেতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৮-২০২৪-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৩ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩১ বছর এবংপ্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্তপ্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতেপারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এছাড়া, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সংরক্ষিত শূন্যপদ। মোট শূন্যপদ ৫০০টির মধ্যে ২৪৮টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। ৬৪টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ৩২টি এসটিপ্রার্থীর জন্য, ১১৫টি পদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ৪১টিপদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ৩৬টি পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - গ্র্যাজুয়েট। বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিটেক, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবার যাঁরা কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। এমসিকিউ প্যাটার্ণের প্রশ্ন থাকবে ১০০টি। সময় ৬০ মিনিট। বিষয়গুলি হল: জেনারেল/ ফিনান্সিয়াল এওয়ারনেস, জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টেটিভ এন্ড রিজনিং এপ্টি টিউড, কম্পিউটার নলেজ। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে;প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রের কোড নম্বরই জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে। পরীক্ষা নেওয়ার তারিখ স্থির হয়নি। তবে এবিষয়ে বিস্তারিত অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ও কেন্দ্র তথা পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের সঙ্গে দেওয়া অ্যাকোয়েন্ট ইওরসেল্ফ বুকলেটের মাধ্যমে। এসব ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষারপ্রায় ৭ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবেনা। অনলাইনে পরীক্ষার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারে ডাকা হবে। সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিতনীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী। চূড়ান্ত মেধাতালিকা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর নম্বর মিলিয়ে। মেধাতালিকার প্রথম দিক থেকে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগ করা হবে। এপ্রেন্টিসের সময়কাল ১ বছর। এপ্রেন্টিস চলাকালীন সময়ে সর্বাধিক ১৫,০০০ টাকা হারে সাম্মানিক স্টাইপেন্ডপ্রদান করা হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪০৯৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকার বহিঃরাজ্যে, তবে স্থান ও তারিখ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্যারা মেডিক্যাল স্টাফ (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, জিএনএম, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কললেটারে পরে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (শিপ-ইয়ার্ড)**
শূন্যপদ ঃ ২৪০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার (বহিঃরাজ্যে)**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিএসসি (নার্সিং) পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ফুড সেফটি অফিসার (ত্রিপুরা)**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা ও পরে ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ১১৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, বি.কম. ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট (শিপ-ইয়ার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি),**
শূন্যপদ ঃ ১০৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমসিএ পাশ,
বয়স ঃ ২৯-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **জিও সায়েন্টিস্ট (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৮৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (প্রসার ভারতী),**
শূন্যপদ ঃ ৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ বহিঃরাজ্যে, কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজর (বিমান পরিবহন মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

টিপিএসসিপরীক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে ফুড সেফটি অফিসার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ফুড সেফটি অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। মোটকথা হলো, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে ফুড সেফটি অফিসার হিসেবে ১৫টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হচ্ছে। এককথায়, টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে ফুড সেফটি অফিসারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর। বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর — টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ফুড সেফটি অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ০৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - ০৬/২০২৪। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আবশ্যক যোগ্যতা থাকলে আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে কেবলমাত্র 'অনলাইনে' দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। পরীক্ষার ফি — সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ৩৫০ টাকা এবং তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী / শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা। প্রার্থীদের অবশ্যই পিআরটিসি থাকতে হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, ফর্ম ফিলাপের কৌশল, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাসও পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। দুই ধাপের এই টেস্ট বা লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। এছাড়া অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা দরখাস্তের বয়ান, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

শূণ্যপদগুলো হল — আইটেম নং - ০১ ঃ ফুড সেফটি অফিসার ঃ শূন্যপদ ১৫টি। এর মধ্যে ৮টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি উপযুক্ত যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এর মধ্যে ৩টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এর মধ্যে ১টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ৪টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এর মধ্যে ২টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। শূন্যপদের সংখ্যা দপ্তরের প্রয়োজনে বাড়তেও পারে। উল্লেখ্য, পদগুলো গ্রুপ-বি, গ্যাজেটেড এবং রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফুড টেকনোলজি , ডেয়ারি টেকনোলজি, বায়ো টেকনোলজি, অয়েল টেকনোলজি, এগ্রিকালচারেল সায়েন্স, ভেটেরিনারি সায়েন্স, বায়ো-কেমিস্ট্রি, মাইক্রো বায়োলজি -- যে-কোনও একটি বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে। কেমিস্ট্রিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অথবা বিইউএমএস/ বিএসএমএস/ এমবিবিএস/ বিএএমএস/ বিএইচএমএস/ বিডিএস পাশ হলেও আবেদন করা যাবে। এছাড়াও, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবশ্যকীয় যোগ্যতা ও শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। বেতনক্রম ঃ পে ব্যান্ড-৩ অনুযায়ী, ১০,২৩০ - ৩৪,৮০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৪,৮০০ টাকা। অর্থাৎ ত্রিপুরা স্টেট পে ম্যাট্রিক্স ২০১৭ অনুসারে, পে লেভেল ১৩ অনুযায়ী।

বয়স ঃ ১৮-০৯-২০২৪ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছর। এস সি/ এস টি / শারীরিক প্রতিবন্ধী/ সরকারি চাকুরিরত প্রার্থীরা বয়সের উর্ধ্বসীমায় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় পাবেন। উল্লেখ্য, সংরক্ষণ ও বয়সের শিথিলতা শুধুমাত্র ত্রিপুরায় বসবাসকারী তফশিলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত প্রার্থীদের জন্যই প্রযোজ্য। প্রার্থিবাছাই হবে প্রথমে ৮৫ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং পরে ১৫ নম্বরের ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার ভিত্তিতে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলেই ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হবেন। সামগ্রিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেরিট অনুযায়ী নিয়োগ হবে। ৮৫ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। সময় ২ ঘন্টা। সফল হলে মৌখিক পরীক্ষা ১৫ নম্বরের। লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে অথবা অনলাইনে এদেঁর ওয়েবসাইটে, ইমেলে বা কল লেটারে জানানো হবে। সরকারি চাকরিরত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন যথারীতি নিয়ম মেনে।

কোলফিল্ডে চাকরির লক্ষ্যে ১১৮০ এপ্রেন্টিস ত্রিপুরা থেকে অনলাইনে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। বহিঃরাজ্যে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ সেন্ট্রাল কোলফিল্ডে চাকরির উদ্দেশ্যে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদঃ ১১৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, উচ্চমাধ্যমিক বা ডিগ্রি পাশদেরও কিছু পদ রয়েছে। বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর, এস সি/ এস টি প্রার্থীরা ৫ বছরের এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছরের যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। এছাড়াও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর। বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

কোলফিল্ডে বিশেষ করে সেন্ট্রাল কোলফিল্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। সেন্ট্রাল কোলফিল্ডে এখন ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে ১১৮০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। মোটকথা, সেন্ট্রাল কোলফিল্ডে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৮-২০২৪-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৭ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - সি.সি.এল/ এপ্রেন্টিসশীপ/ এডভারটাইজমেন্ট/ ২০২৪-২৫/ ১৩, তারিখ ২৬ আগস্ট, ২০২৪। ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন, প্রশিক্ষণ কাল, যোগ্যতা এই রকম — ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে ক্রমিক নং (১) ইলেকট্রিশিয়ান ২৮০টি, প্রশিক্ষণ কাল ১ বছর, যোগ্যতা - মাধ্যমিকের পর ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে আইটিআই পাশ। মাসিক স্টাইপেন্ড ৭০০০ টাকা। ক্রমিকনং (২) ফিটার ট্রেডে ১৫০টি, প্রশিক্ষণ কাল ১ বছর, যোগ্যতা - মাধ্যমিকের পর ফিটার ট্রেডে আইটিআই পাশ। মাসিক স্টাইপেন্ড ৭০০০ টাকা। ক্রমিক নং (৩) মেকানিক ডিজেল ট্রেডে ৩০টি, প্রশিক্ষণ কাল ১ বছর, যোগ্যতা - মাধ্যমিকের পর মেকানিক ডিজেল ট্রেডে আইটিআই পাশ। মাসিক স্টাইপেন্ড ৭০০০ টাকা। ক্রমিকনং (৪) ওয়েল্ডার ট্রেডে ১০টি, প্রশিক্ষণ কাল ১ বছর, যোগ্যতা - মাধ্যমিকের পর ওয়েলডিং ট্রেডে আইটিআই পাশ। মাসিক স্টাইপেন্ড ৭০০০ টাকা। ক্রমিক নং (৫) কোপা ট্রেডে ১০টি, প্রশিক্ষণ কাল ১ বছর, যোগ্যতা - মাধ্যমিকের পর কম্পিউটার অপারেটর এন্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট বা কোপা ট্রেডে আইটিআই পাশ। মাসিক স্টাইপেন্ড ৭০০০ টাকা। ক্রমিক নং (৬) মেশিনিস্ট ট্রেডে ১০টি, প্রশিক্ষণ কাল ১ বছর, যোগ্যতা - মাধ্যমিকের পর মেশিনিস্ট ট্রেডে আইটিআই পাশ। মাসিক স্টাইপেন্ড ৭০০০ টাকা। ক্রমিক নং (৭) টার্ণার ট্রেডে ১০টি, প্রশিক্ষণ কাল ১ বছর, যোগ্যতা - মাধ্যমিকের পর টার্ণার ট্রেডে আইটিআই পাশ। মাসিক স্টাইপেন্ড ৭০০০ টাকা। ক্রমিকনং (৮) সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট ১টি, প্রশিক্ষণ কাল ১ বছর, যোগ্যতা - মাধ্যমিকের পর সেক্রেটারিয়েল প্র্যাক্টিস বা স্টেনোগ্রাফিতে আইটিআই পাশ। মাসিক স্টাইপেন্ড ৭০০০ টাকা। ক্রমিক নং (৯) একাউন্ট্যান্ট/ একাউন্টস এক্সিকিউটিভ ৩০টি, প্রশিক্ষণ কাল ১ বছর, যোগ্যতা - বিকম বা ফিনান্স বিষয়ে ডিগ্রি পাশ। মাসিক স্টাইপেন্ড ৯০০০ টাকা। ক্রমিকনং (১০) ওয়েল্ডার ১৫টি, প্রশিক্ষণ কাল ১ বছর, যোগ্যতা - মাধ্যমিকের পর ওয়েল্ডার ট্রেডে আইটিআই পাশ। মাসিক স্টাইপেন্ড ৭০০০ টাকা। ক্রমিক নং (১১) সার্ভেয়ার ৫টি, প্রশিক্ষণ কাল ১ বছর, যোগ্যতা - মাধ্যমিকের পর সার্ভেয়ার ট্রেডে আইটিআই পাশ। মাসিক স্টাইপেন্ড ৭০০০ টাকা। এছাড়া, ল্যাব টেকনেশিয়ান, মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, সার্ভেয়ার, ওয়ারম্যান ইত্যাদি ফ্রেশার এপ্রেন্টিস সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সুরক্ষিত করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। ফর্ম ফিলাপেরপ্রয়োজনে, গার্জিয়ানের সই, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, মার্কশিট (যা যা প্রয়োজন) ইত্যাদিরও স্ক্যান করা কপি আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত করার কাজ একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। চালানের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমার পদ্ধতিতে না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ডপদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতেপারেন। এজন্যপ্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। ইন্টারভিউর বা সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল ই-পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি কোথাও পাঠাতে হবে না, নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। উপযুক্ত ক্ষেত্রে উচ্চতর বা অধিকতর পেশাগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং আবেদন করার কৌশল পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০৯৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআইপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকার বহিঃরাজ্যে, তবে স্থান ও তারিখ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর**, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **প্যারা মেডিক্যাল স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, জিএনএম, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কললেটারে পরে জানানো হবে।

* শিপ-ইয়ার্ডে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রকে **নার্সিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিএসসি (নার্সিং) পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ বা লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* নেভিতে **মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরার নির্দিষ্ট দপ্তরের অধীনে **ফুড সেফটি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর, লিখিত পরীক্ষা ও পরে ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, বি.কম. ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* শিপ-ইয়ার্ডে **প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমসিএ পাশ, বয়স ঃ ২৯-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **জিও সায়েন্টিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৮৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পিজি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রসার ভারতী-তে **টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ বহিঃরাজ্যে, কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বিমান পরিবহন মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

শুক্রবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। নিজস্ব ছবি।

জামিন পেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সিবিআই-এর দায়ের করা আবগারি মামলায় জামিন পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে। আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। লোকসভা ভোটের আগেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে ভোটের সময় কিছুদিনের জন্য আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছিল। উল্লেখ্য, ইডির মামলায় কেজরিওয়াল আগেই জামিন পেয়েছেন। শুক্রবার জামিন পাওয়ার ফলে কেজরিওয়াল ৬ মাস পর জেল থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন। যদিও সুপ্রিম কোর্ট দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে জামিন দিলেও বেশ কিছু শর্ত চাপিয়েছে। স্পষ্ট বলা হয়েছে, জেল থেকে বেরোনোর পর কেজরিওয়াল কোনও ফাইলে সই করতে পারবেন না। নিজের দফতরেও যেতে পারবেন না।

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের বিরোধিতায় মন্তব্য কুণালের

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): "সরকারি হাসপাতাল সচল রাখা বিশেষভাবে দরকার"। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনের বিরোধিতা করে এক্স হ্যান্ডলে মন্তব্য করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

শুক্রবার তিনি লিখেছেন, "ধরণাস্থলে "অভয়া ক্লিনিক"? "অভয়া"র ন্যায়বিচারের দাবিতে পূর্ণ সমর্থন দিয়েও বলি- এই ক্লিনিক শুনতে ভালো। প্রচারে ভালো। পোস্টের লাইকে ভালো। কিন্তু কতটা চিকিৎসা বাস্তবে সম্ভব? সরঞ্জাম? এমার্জেন্সি? বড়সড় পরীক্ষা? বিশেষ করে, অপারেশন? সম্ভব?"

চেন্নাইয়ের উইকেটে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজার একচ্ছত্র প্রাধান্য

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২-০তে সিরিজ জয়ের সুখস্মৃতি নিয়ে বাংলাদেশ দল ভারতে আসছে আর কয়েক দিনের মধ্যেই। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর দুটি দেশ চেন্নাইয়ের চিদম্বরম স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে প্রথম টেস্টে। সিরিজে হবে দুটি টেস্ট।

তবে এই চিদম্বরম স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স মোটেই ভালো নয়। এই মাঠেই ২০০০ সালে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট ক্রিকেটের যাত্রা শুরু করেছিল বাংলাদেশ। গত ২৪ বছরে ভারতের মাটিতে বাংলাদেশ টেস্ট খেলেছে মাত্র ৩টি। ম্যাচ তিনটি হয়েছিল হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর ও কলকাতায়। এবং এই তিনটি ম্যাচেই বাংলাদেশ হেরেছিল শোচনীয়ভাবে। এবারের সফরে প্রথম টেস্ট বাংলাদেশ খেলবে চেন্নাইয়ে এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে।বাংলাদেশ এই স্টেডিয়ামে ২টি ওয়ানডে ছাড়া আর কোনো ম্যাচ খেলেনি। ১৯৯৮ সালে ত্রিদেশীয় সিরিজে কেনিয়া ও ২০২৩ বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। এই দুই ম্যাচেই হেরেছিল তারা।পাকিস্তান থেকে সুখস্মৃতি নিয়ে বাংলাদেশ ফিরলেও চেন্নাইয়ের এই উইকেটে বাংলাদেশ কেমন খেলবে সেটাই দেখার।

ইতিহাস বলছে ভয়ঙ্কর স্পিন ফাঁদ পাতা রয়েছে এই চিদম্বরমের উইকেটে। এই ভেন্যুতে স্পিনাররাই ছড়ি ঘোরায়। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির তালিকায় শীর্ষ ১৫ জনের ১৩ জনই স্পিনার। যার মধ্যে আছেন ভারতের বর্তমান দলের ২ সদস্য রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবিন্দ্র জাদেজা। এই মাঠে সাদা পোশাকে ৪ ম্যাচে অশ্বিনের শিকার ৩০ উইকেট। আর জাদেজার রয়েছে ২ ম্যাচে ১৫টি উইকেট। আর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই দুজনই যে ভারতের মূল অস্ত্র হবে এটা বলাই যায়।

তবে রাওয়ালপিন্ডিতে সহায়ক উইকেট না হলেও সাকিব-মিরাজরা বল হাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাই চেন্নাইয়ে তাদের ওপরও থাকবে স্পটলাইট। সঙ্গে থাকবে তাইজুল কিংবা নাঈমও।আর শুধু বোলাররাই নন, ব্যাটসম্যানরাও জানতে চাইবেন চেন্নাই এর পিচ সম্পর্কে। পাকিস্তানে এক ধরনের পিচে খেলেছেন মুশফিক-লিটন-মুমিনুলরা। আর ভারতে তাদের প্রথম পরীক্ষাটা দিতে হবে একেবারে ভিন্ন চরিত্রের এক পিচে।

দিল্লিতে ভেঙে পড়লো বাড়ির একাংশ, মৃত এক

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অতি বৃষ্টিতে দিল্লির পাহাড়গঞ্জ সদর বাজার রোডের নবী করিম এলাকায় একটি বাড়ির একাংশ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ভেঙে পড়ে। দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একজন মারা গেছেন এবং দুজন আহত হয়েছেন।

বাড়ি ধসে পড়ে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েন কয়েকজন বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার রাত থেকে দমকল বিভাগের তত্ত্বাবধানে উদ্ধারকার্য চলছে। আটকে পড়া তিনজনের মধ্যে দুজনকে আগেই উদ্ধার করা হয়েছিল। কিন্তু শুক্রবার সকালে আরেকজনের মৃত্যু হয় বলে দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর।

উত্তর প্রদেশের একাধিক এলাকায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

লখনউ, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল এবং তরাই অঞ্চলে আবহাওয়া দফতর ভারী বৃষ্টির সতর্কর্তা জারি করেছে। আগামী ২৪ ঘন্টায় প্রবল বর্ষণের পূর্বাভাস থাকায় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় লাল এবং কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীদের প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

উত্তরকাশীতে বৃষ্টি ও তুষারপাত, স্কুলে ছুটি ঘোষণা

উত্তরকাশী, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তরকাশীতে টানা বৃষ্টি ও তুষারপাতের জেরে ঠান্ডা বেড়েছে। ভারত-চিন সীমান্তে তুষারপাতের কারণে পাহাড় ঢেকে গেছে বরফের সাদা চাদরে। যমুনোত্রী, বদ্রীনাথ এবং কেদারনাথেও মরসুমের প্রথম তুষারপাত হয়েছে।

জানা গেছে, আবহাওয়া দফতরের সতর্কবার্তার পর প্রশাসন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও স্কুলে ছুটি ঘোষণা করেছে।

মুসৌরিতে খাদে গাড়ি পড়ে নিহত দু'জন

দেরাদুন, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শুক্রবার সকালে দেরাদুন-মুসৌরি সড়কের শিবালিক পয়েন্টের কাছে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। গাড়িতে থাকা দুজন নিহত হয়েছেন ও ৪ জন আহত হন। খবর পেয়ে বিপর্যয় মোকাবিলা দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এসডিআরএফ জানায়, মোট ছয়জন গাড়িতে যাচ্ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন নিরাপদে বেরিয়ে আসেন এবং সামান্য আহতও হন তাঁরা। অন্য তিনজন গাড়িতে আটকে পড়েন। উদ্ধারকারী দল খাদে নেমে একজন আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

কেজরিওয়ালের জামিনে উচ্ছ্বসিত স্ত্রী সুনীতা

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জামিন পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে। জামিন মঞ্জুর হতেই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল সমগ্র আম আদমি পার্টিকে শুভেচ্ছা জানান। বলেন, এই কঠিন সময়ে শক্ত থাকার জন্যে সকলকে ধন্যবাদ। শীঘ্রই আমাদের অন্যান্য নেতারাও মুক্তি পাবেন বলে প্রার্থনা করছি।

উল্লেখ্য, আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। লোকসভা ভোটের আগেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তবে ভোটের সময় কিছুদিনের জন্য আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছিল। উল্লেখ্য, ইডির মামলায় কেজরিওয়াল আগেই জামিন পেয়েছেন। শুক্রবার জামিন পাওয়ার ফলে কেজরিওয়াল ৬ মাস পর জেল থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন। যদিও সুপ্রিম কোর্ট দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে জামিন দিলেও বেশ কিছু শর্ত চাপিয়েছে। স্পষ্ট বলা হয়েছে, জেল থেকে বেরোনোর পর কেজরিওয়াল কোনও ফাইলে সই করতে পারবেন না। নিজের দফতরেও যেতে পারবেন না।

"মমতার মাতাল পুলিশ, তবে ডান্ডা কেন তুলিস", এক্স-বার্তায় মন্তব্য বিজেপি-র

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): "এমনই মমতার মাতাল পুলিশ, তবে ডান্ডা কেন তুলিস?" শুক্রবার পুলিশের একটি সার্কুলার-সহ এক্স হ্যান্ডলে এই মন্তব্য করলেন রাজ্য বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

তিনি লিখেছেন, "হাস্যকর কিন্তু দুঃশ্চিন্তার। রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) এসপি এবং সিপি'দের নির্দেশ পাঠিয়ে বলেছেন, পুলিশ অফিসার, কনস্টেবল, সিভিক পুলিশ, হোমগার্ডসহ রকমারি যত পুলিশ আছে অনেকেই মদ খেয়ে ডিউটি করছে। এটা সহ্য করা হবে না।

এটা বন্ধ করার দায়িত্ব থানার আইসি/ওসির ।কঠোর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন কেন? এমনই তো এক মাতাল সিভিক পুলিশ অভয়াকে ধর্ষণ করে খুন করেছে বলে সংবাদ মাধ্যম দাবি করছে ।কলকাতার পুলিশ কমিশনারও জানিয়েছেন। নবান্ন এখন স্বীকার করছে, এমন হাজারো মাতাল পুলিশ ডিউটি করে। জানি না, আবার কি অঘটন ঘটে যায়?"ঙ্খন্ত্বন্ডনথ৺

বর্ণবাদ রুখতে স্পেনের রেফারিদের দেওয়া হচ্ছে বিশেষ ক্ষমতা

বার্সেলোনা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বর্ণবাদ রুখতে স্পেনের রেফারিদের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি বর্ণবাদের অভিযোগ তুলে স্পেন থেকে বিশ্বকাপ আয়োজন সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিউস জুনিয়রের মন্তব্য ঘিরে সারা বিশ্বে ব্যাপক সমালোচিত হয়েছিল। তাই এ নিয়ে কঠোর হল স্পেনের ফুটবল ফেডারেশন। এই বর্ণবাদ রুখতে এবার লা লিগা ও স্পেনের আন্তর্জাতিক ফুটবলে নতুন আইন চালু করছে স্পেন।

স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন ও লা লিগা বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে এবার রেফারিদের জন্য নতুন আইন আনা হচ্ছে। এবার থেকে খেলার সময় কোন বর্ণবাদী আচরণের ঘটনা ঘটলে রেফারিই মাঠ থেকে এ নিয়ে সবকিছু জানাতে পারবেন।

উল্লেখ্য, এই বছরের মে মাসে ব্যাংককে ফিফার কংগ্রেসে বর্ণবাদবিরোধী 'ক্রস-আর্ম' অঙ্গভঙ্গির বিষয়টি অনুমোদন পেয়েছে। এবার সেই আইনটি গ্রহণ করতে চলেছে স্পেন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।

স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'ফুটবলে বর্ণবাদী মনোভাব ও আচরণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উভয় প্রতিষ্ঠান তাদের অঙ্গীকারে দৃঢ় থাকতে এই আইন বাস্তবায়ন করছে।'

কেজরিওয়ালের পদত্যাগ করা উচিত: বীরেন্দ্র সচদেবা

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন। এর প্রতিক্রিয়ায় দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা বলেছেন যে, অরবিন্দ কেজরিওয়াল মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তাঁর গ্রেফতার বৈধ, তার বিরুদ্ধে অভিযোগও বৈধ।

সচদেবা এও বলেছেন যে কেজরিওয়াল শর্তসাপেক্ষে জামিন পাওয়া বিশেষ কোনো বিষয় নয়, বিচার চলবে এবং শীঘ্রই তিনি সাজা পাবেন। কেজরিওয়াল এখন লালু যাদব, মধু কোডার মতো মুখ্যমন্ত্রীদের তালিকায় যোগ দিয়েছেন, তাঁরাও জামিন পেয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, অরবিন্দ কেজরিওয়াল যে শর্তে জামিন পেয়েছেন, তাঁর মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকার কোনও অধিকার নেই। তাঁর পদত্যাগ করা উচিত।

সবজি বোঝাই পিকআপ ভ্যান উল্টে আহত দুই

আলিপুরদুয়ার, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সবজি বোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গিয়ে দুইজন আহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি ফুটবল মাঠ সংলগ্ন এলাকায় এই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার খবর পেয়ে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সবজি বোঝাই পিকআপ ভ্যানটি জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট থেকে ফালাকাটা কৃষকের বাজারে যাচ্ছিল। হঠাৎ পিকআপ ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফালাকাটা ব্লকের তস্তি চা বাগানের ফুটবল মাঠ সংলগ্ন এলাকায় উল্টে যায়। এ ঘটনায় চালক ও সহ-চালক আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুজনকেই হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

প্রবল বৃষ্টি, দিল্লিতে উপড়ে পড়লো গাছ

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারী বৃষ্টিতে ভিজছে দিল্লির বিভিন্ন এলাকা। প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত দিল্লির জনজীবন। এরই মাঝে জানা যাচ্ছে, দিল্লির গ্রেটার কৈলাশ এলাকায় ডন বস্কো স্কুলের বাইরে একটি বিশালাকার গাছ উপড়ে পড়ে।

জানা গেছে, নাগাড়ে বৃষ্টির জেরে এদিন সকালে শিকড়-সহ উপড়ে যায় গাছটি। তবে বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু গাছ ভেঙে পড়ে বেশ কিছু যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৈদ্যুতিক তারেরও ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

"লাইভে আপত্তি কেন", প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নবান্নর বৈঠকে লাইভ স্ট্রিমিংয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তির কোনও আইনি সারবত্তা নেই বলে দাবি করলেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়।

অশোকবাবু বলেন, "বিচারাধীন বিষয়ের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী যে ভাবে লাইভ স্ট্রিমিংয়ে রাজি হননি, তা একেবারেই ওঁর মস্তিষ্কপ্রসূত যুক্তি। বিচারাধীন বিষয় নিয়ে যদি আলোচনা হতে পারে, তা যদি রেকর্ড করা হতে পারে, তা হলে লাইভ স্ট্রিমিংয়ে আপত্তি থাকবে কেন? আইনে এ রকম কিছু নেই।"

অশোকবাবুর ব্যাখ্যা, সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণে বলেছিল সরকার এবং চিকিৎসকদের মধ্যে আলোচনাসাপেক্ষে জট কাটুক। পরোক্ষে সুপ্রিম কোর্টই আলোচনার প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিল। তাঁর কথায়, "সেই আলোচনা কী ভাবে হবে বা হবে না, সে বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট কিছু বলেছে বলে আমার অন্তত জানা নেই।'

শুধুমাত্র একটি কারণে বৃহস্পতিবার জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারের আলোচনা ভেস্তে গিয়েছে। তা হল বৈঠকের লাইভ স্ট্রিমিং না হওয়া। তার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, রাজ্য সরকারের লাইভ স্ট্রিমিংয়ে কোনও আপত্তি নেই। আর জি কর মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন বলে লাইভ স্ট্রিমিং করা যাচ্ছে না।

কবি রত্নেশ্বর হাজরা প্রয়াত, শোকের ছায়া সাহিত্য জগতে

কলকাতা, সেপ্টেম্বর (হি. স.) বর্ষীয়ান কবি রত্নেশ্বর হাজরা প্রয়াত। দক্ষিণ কলকাতার কুঁদঘাট এলাকায় থাকতেন তিনি। শুক্রবার সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই সাহিত্য জগতে শোকের ছায়া নেমে আসে। উল্লেখ্য, অবিভক্ত বাংলার বরিশালে ১৯৩৭ সালে তাঁর জন্ম। যদিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিষণ্ণ ঋতু' ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলা কাব্য জগতে গত শতকের ছয়ের দশকের তাঁর সৃষ্টি অনবদ্য। উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মান জিতেছেন তিনি। রায়গুণাকর ভারত চন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অভিজ্ঞান পুরস্কার শিশু সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। মূলতঃ তাঁর কবিতায় আঙ্গিক - সচেতনতা, রহস্যময় ভৌগলিক পরিবেশ ও যতিচিহ্নহীনতা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মাত্র ১২ বছর বয়সেই পিতৃহারা হয়ে পড়েন তিনি। ১৯৪৬-৪৭ নাগাদ দাঙ্গার অভিঘাতে উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় পাড়ি দেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আশুতোষ কলেজে পড়াশোনা ও স্নাতক। এরপর রাজ্য সরকারের চাকরিতে যোগদান ও অবসর। মহাকরণে অর্থ দফতরে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭০ সালে অতিথি সম্পাদক রূপে "দৈনিক কবিতা"য় একটি সংখ্যা সম্পাদনা করেন তিনি। তাঁর অনুদিত গ্রন্থের মধ্যেই রয়েছে। (ক) জয়দেবের গীতগোবিন্দ, (খ) কালিদাসের ঋতুসংহার। একাধিক জনপ্রিয় কবিতার মধ্যেই রয়েছে - কেউ না কেউ মনে রাখে, আমি স্বাভাবিক, নিজের মতো করে, নাগরদোলা, দেখছি তাঁকে, পাতা পড়ে, পাতা কেন পড়ে! সে এরকমই, মৃত্যু চেয়ে, এসেছে যখন, প্রকৃতি যা তাই, বর্নপরিচয়, আসছি - ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ ২০১৫ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপকের তালিকায় তাঁর নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে।

জামিন প্রসঙ্গে কেজরিওয়ালকে নিশানা বাঁসুরির

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আবগারি কেলেঙ্কারি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে শুক্রবার জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই জামিন প্রসঙ্গে আম আদমি পার্টি একে সত্যের জয় বলে অভিহিত করেছে। আম আদমি পার্টির এই বক্তব্যকে নিশানা করে বিজেপি সাংসদ বাঁসুরি স্বরাজ বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল একজন অযোগ্য মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর জন্য সত্যমেব জয়তে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

বাঁসুরি বলেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছেন, তিনি ছাড় পাননি। শুক্রবার বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাঁসুরি স্বরাজ বলেন যে, সুপ্রিম কোর্ট দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে জামিন দিলেও বেশ কিছু শর্ত চাপিয়েছে। স্পষ্ট বলা হয়েছে, জেল থেকে বেরোনোর পর কেজরিওয়াল কোনও ফাইলে সই করতে পারবেন না। নিজের দফতরেও যেতে পারবেন না। এসবের পর নৈতিক দায় নিয়ে কেজরিওয়ালের পদত্যাগ করা উচিত বলে জানান বাঁসুরি।

আনোয়ার ইস্যু : ফেডারেশনের সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ আদালতের, স্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফেডারেশনের সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ আদালতের, আনোয়ার ইস্যুতে কিছুটা হলে স্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল ও আনোয়ার।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়েছিল, মোহনবাগানের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গের কারণে শাস্তি পেতে চলেছেন তারকা ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি। আর আনোয়ার আলির প্রাক্তন ক্লাব মোহনবাগানকে দিতে হবে ১২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা জরিমানা। তবে জরিমানার অঙ্ক মেটাতে হবে আনোয়ার, ইস্টবেঙ্গল এবং দিল্লি এফসিকে।ফেডারেশনের শাস্তির বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ চেয়ে দিল্লি হাই কোর্টে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল এবং দিল্লি এফসি ও আনোয়ার। জানা গেছে, তিন পক্ষের আবেদন মেনে ফেডারেশনের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত।

রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে বার্তা জুনিয়র ডাক্তারদের

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নিজেদের দাবিতে অনড় আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা। সূত্রের খবর, এই পরিস্থিতিতে এবার রাষ্ট্রপতির সহযোগিতা চাইছেন তাঁরা। শুক্রবার সকালেই চিকিৎসক ফোরামের তরফে মেল পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যপালকেও মেল করা হয়েছে বলে খবর।

মেলে জুনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতি ও তাঁদের দাবিসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন। নবান্নর সামনে থেকে বৃহস্পতিবার রাতেই ফের অবস্থানমঞ্চে ফিরে আসেন তাঁরা। চলছে ধরনা। ঘড়ির কাঁটায় পেরিয়েছে ৬৭ ঘণ্টারও বেশি সময়।

মঙ্গলবার দুপুর থেকে স্বাস্থ্যভবনের সামনে রাস্তায় জুনিয়র চিকিৎসকরা। সরকারের তরফে দুবার মেল করে তাঁদের বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়। পালটা মেলে তাঁরা নিজেদের দাবি জানান।

বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় আন্দোলনরত চিকিৎসকের সঙ্গে বৈঠকে বসার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু নবান্নে পৌঁছেও শর্তপূরণ না হওয়ায় বৈঠকে বসতে রাজি হননি জুনিয়র চিকিৎসরা।

ধৃত সিভিকের নার্কো পরীক্ষা করাতে সিবিআই অনুমতি চাইল আদালতে

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালে ধর্ষণ এবং খুনের মামলার তদন্তে গতি আনতে এ বার অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারের নার্কো পরীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নিল সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুমতি চেয়ে শিয়ালদহ আদালতের কাছে আর্জি জানিয়েছে তারা। অনুমতি মিললেই অভিযুক্তের নার্কো পরীক্ষা করানো হবে বলে ওই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

সম্প্রতি অভিযুক্তের লালারস এবং কামড়ের নমুনা বা 'টিথ ইমপ্রেশন'-ও সংগ্রহ করেছে সিবিআই। সূত্র মারফত আরও জানা গিয়েছে, নিহত চিকিৎসকের শরীরে যে ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলির সঙ্গে ওই কামড়ের নমুনা এবং লালারস মিলিয়ে দেখা হবে।

এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক ল্যাবের সাহায্য নিচ্ছে তারা। এ ক্ষেত্রেও নিম্ন আদালতের অনুমতি নিয়েছিল সিবিআই। আদালত সম্মতি দেওয়ায় প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি।

এর আগে সিবিআই ধৃত সিভিকের পলিগ্রাফ পরীক্ষা করায়। সিবিআই সূত্র মারফত জানা যায়, পলিগ্রাফ পরীক্ষায় ১০টি প্রশ্ন করা হয়েছিল অভিযুক্তকে। প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি দাবি করেন, ওই অপরাধের সঙ্গে তিনি জড়িত নন। প্রেসিডেন্সি জেলেই হয় এই পরীক্ষা। বর্তমানে ওই জেলেই বন্দি রয়েছেন অভিযুক্ত।

"উৎসব শুরু করুন যাচাই, প্যান্ডেল আছে মানুষ নাই", মমতাকে তোপ তথাগতের

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সাজানো, শূন্য সভাগৃহে একা বসে মাননীয়া। এই ছবি এবং শিরোনামায় উল্লেখিত বাক্য-সহ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোপ দাগলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

শুক্রবার তথাগতবাবু লিখেছেন, "নাটক কম কর পিও'। তোমার নাটক মানুষ ধরে ফেলেছে ।যোগ্য প্রাথমিকে চাকরিপ্রার্থীরা মানে যাদের চাকরি তোমরা বিক্রি করেছিলে তার আজও অপেক্ষারত।৫-৮, ৯-১২, গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীরা আজও অপেক্ষারত ।নিয়োগে দুর্নীতির ফলে যাদের চাকরিগুলো বাজারে আলু পটলের মতো বিক্রি হলো তারাও অপেক্ষারত।

আহত দুই জন

● প্রথম পাতার পর

এদিকে খরব পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনীর ৪টি ইঞ্জিন। এলাকাবাসী ও দমকলকর্মীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রনে আনলেও রক্ষা করা যায় নি। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষাধিক টাকার উপরে হবে বলে জানান দমকলের আধিকারিক নারায়ণ চন্দ্র দাস। তিনি জানান, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুনের সুত্রপাত হয়েছে। এই দিকে বাড়ির মালিক জিতেন্দ্র বাবুর স্ত্রীর হাতেও শরিরের বেশ কিছু জায়গা আগুনে পুড়ে যায়। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় এলাকার মানুষেরা। তাছাড়াও এলাকার দু এক জন যুবক আগুন নেভাতে গিয়ে অল্প বিস্তর আহত হন। ওই ঘটনায় গোটা চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।এদিকে, আগুনে পুড়ে ছারখার কৃষকের বসত ঘর। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাত্রিবেলায় জম্পুইজলা আরডি ব্লকের অন্তর্গত জগাইবাড়ি এডিসি ভিলেজ এলাকায়। জগাইবাড়ি এডিসি ভিলেজ এলাকার এক ক্ষুদ্র কৃষক রণকুমার দেববর্মা এবং তার স্ত্রী বুদ্ধ লক্ষী দেববর্মা। অসহায় এই কৃষক এবং তার স্ত্রী বৃহস্পতিবার দিন বেড়াতে গিয়েছিল সমতল আমতলী এলাকায় ছেলের বাড়িতে। বাড়িতে তখন কেউ ছিলনা। ঘরে তালা দিয়ে কৃষক দম্পতি গিয়েছিল তার ছেলের বাড়িতে।হঠাৎ করে রাত্রিবেলায় খবর যায় কৃষক দম্পতির কাছে যে তাদের বসতঘরে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। খবর দেওয়া হয় বিশ্রামগঞ্জ দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ দমকল বাহিনী ঘটনারস্থলে ছুটে যাবার আগেই আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে নেয় কৃষক দম্পতির বসতঘর।এই অগ্নিকাণ্ডে একেবারে নিঃস্ব অসহায় করে দিল কৃষক দম্পতি রণকুমার দেববর্মা এবং তার স্ত্রী বুদ্ধলক্ষী দেববর্মাকে।

নিহত ৬

● প্রথম পাতার পর

নাঈমা ও লতিফা ইসলাম।ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে পাহাড় ধসে কক্সবাজার উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অপর এক পরিবারের তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার ভোরে উখিয়া ১৪ নম্বর হাকিমপাড়ায় ক্যাম্পে এ ঘটনা ঘটে। এতে নিহতরা হলেন- ১৪ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ই-২ ব্লকের কবির আহমেদের ছেলে আব্দুর রহিম, আব্দুল হাফেজ ও আব্দুল ওয়াহেদ। নিহত আঁখি মনির শাশুড়ি জানান, রাত ২টার দিকে ভারী বৃষ্টি হলে মিজানের বাড়ির দিক থেকে একটি পাহাড় ধসের বিকট শব্দ শুনতে পান তারা। পরে তারা গিয়ে দেখেন মিজান স্ব-পরিবারে মাটিচাপা পড়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে মিজানকে জীবিত উদ্ধার করা গেলেও পরে দমকল বাহিনীর সহযোগিতায় উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে স্ত্রী ও দুই শিশু মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আতাউল গনি ওসমানী বলেন, জেলায় পাহাড় ধসে মোট ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে তিনজন বাংলাদেশি ও তিনজন রোহিঙ্গা আছেন।এদিকে, বাংলাদেশে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে কক্সবাজারে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৪০১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। চলতি মৌসুমে এটি একদিনে সর্বোচ্চ বৃষ্টির রেকর্ড। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৯টা পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের এই পরিমাণ রেকর্ড করা হয়। কক্সবাজার আবহাওয়া অফিসের সহকারী আবহাওয়াবিদ মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মেয়ের

● প্রথম পাতার পর

অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানার পুলিশ।পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। এই অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে তদন্তে নেমেছে জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠেআসবে মৃত্যুর আসল রহস্য। মাম্পি দে এর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সমগ্র এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সম্পত্তি ক্ষতি

● প্রথম পাতার পর

যে ত্রিপুরায় ২০ টি আরবান লোকাল বডিতে রাস্তা-ঘাট, ড্রেইন, কালভার্ট, ব্রীজ, পানিয় জল, পাইপ লাইন, বাড়ি-ঘর, পার্ক, মোটর স্ট্যান্ড, যাত্রী/বাজার শেড ইত্যাদী মিলে মোট ৭৩.৬৯৩৫ কোটি টাকার সম্পত্তির ক্ষতি হয়।প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপযুক্ত সময়ে সকল সম্ভব সহায়তা প্রদান করা হয়। বিনামুল্যে প্রদান করা হয় গুনমান সম্পন্ন খাদ্য ও পানীয় জল। বিভিন্ন এন. জি. ও মহকুমা শাসকের যৌথ উদ্যোগে বিতরন করা হয় অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। বিভিন্ন যায়গায় স্থাপন করা হয় স্বাস্থ্য শিবির। বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে পুন:সংস্কার মূলক কার্য্য খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলির স্বক্রিয় তত্বাবধানতায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

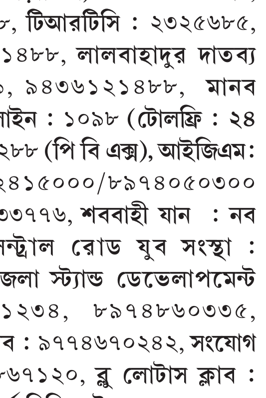

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ছয় দফা দাবিতে সরব হয়েছে ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকা এসোসিয়েশন

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে অবিলম্বে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকাদের গ্রেজুয়েটি প্রদান সহ ছয় দফা দাবিতে সরব হয়েছে ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকা এসোসিয়েশন। আজ হাজারো অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে জমায়েত হয়ে এক রেলী করে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের নিকট মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করেন তাঁরা।

সংগঠনের এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন যাবৎ অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সহায়িকারা বিভিন্ন সমস্যার জর্জরিত হয়ে রয়েছে। তাই রাজ্য সরকারের নিকট তাদের আবেদন আসন্ন দূর্গাপূজোর আগে তাদের সমস্যা সমাধান করা হোক।

তাদের দাবিগুলো হল, অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের বেতন ভাতা ২১০০০ হাজার টাকা এবং সহায়িকাদের বেতন ভাতা ১৬০০০ হাজার টাকা বৃদ্ধি করা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অবসরের পর মাসিক পেনশন ৫০০০ হাজার টাকা এবং সহায়িকাদের ৩০০০ হাজার টাকা প্রদান করা এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে অবিলম্বে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের ৩০০০০০ (তিন) লক্ষ টাকা ও সহায়িকাদের (১৫০০০০) এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রেজুয়েটি প্রদান করতে হবে। পার্শবর্তী রাজ্য আসামে এই রায় মান্যতা দিয়ে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের ৪ (চার) লক্ষ টাকা এবং সহায়িকাদের ২ (দুই) লক্ষ টাকা গ্রেজুয়েটি প্রদান করেছে।

তাদের আরও দাবি, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের সবেতন তিন (৩) মাসের মেডিকেল লিভ প্রদান করা, সরকারী কর্মচারীদের সাথে সাথে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের পুনরায় ডিএ প্রদানে অন্তর্ভুক্ত করা, যে সকল অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা প্রমোশন লিস্টে আছেন তাদের অতিসত্বর এক বছর অন্তর অন্তর সুপার ভাইজার পদে নিয়োগ করা হোক।

আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাস ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে পুলিশ সদর দপ্তর ঘেরাও করবে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলার ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে। তাই আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাস ও নারী নিরযাতনের বিরুদ্ধে পুলিশ সদর দপ্তর ঘেরাও করবে কংগ্রেস। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ক্রিস্টেফোর তিলক, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ সহ অন্যান্যরা।

সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ক্রিস্টেফোর তিলক বলেন, ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলার ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে। সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সামগ্রী ও পুর্নবাসন নিয়ে প্রশাসনের উদাসীন মনোভাব নিয়ে কাজ করছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি গণতন্ত্র লুণ্ঠন করে চলেছে। কংগ্রেসের বহু কর্মী আহত হয়েছে। রাজ্যে গনত্রন্ত্র বলে কিছুই নেই। জবরদখল করে পঞ্চায়েতে সবকটি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি প্রার্থীরা। তাছাড়া, জনগণকে ভোটদানে বাধা দিয়েছে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। কিন্তু পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে না। তাছারা, প্রতিনিয়ত নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। রাজ্যে নারীরা সুরক্ষিত নয়। এরই প্রতিবাদে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাস ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে পুলিশ সদর দপ্তর ঘেরাও করবে কংগ্রেস।

শুনতে হবে

● প্রথম পাতার পর

আমাদের সকলের। প্রধানমন্ত্রী যেভাবে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছেন সেই নির্দেশনায় ত্রিপুরা সরকারও কাজ করছে। আমাদেরও দায়িত্ব রয়েছে যাতে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করি। বিগত সরকারের রাজত্ব আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। স্বচ্ছতার নামে বিভিন্ন ধরণের ঘটনা আমরা দেখেছি। কিন্তু এখন তাদের তর সইছে না। কারণ তাদের কাছে এখন আর কোন ইস্যু নেই। তাই নানারকমভাবে ইস্যু তৈরি করার চেষ্টা করে তারা। যখন নির্বাচনে তারা পরাজিত হয় তখন দেখা যায় কোথাও তাদের স্থান নেই। তারপরে বলছেন ত্রিপুরায় নাকি গণতন্ত্র নেই। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি একটা কথাই বলবো — তুমি যদি অধম হও, তাহলে আমি কেন উত্তম হইবো না। আর সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়। আমরা দেখেছি নিজের স্বার্থ যখন আদায় হয়ে যায় তখন নানাভাবে চেষ্টা করে যে কিছু একটা বলার। মানুষ এখন কোন অবস্থায় তাদের গ্রহণ করতে চায় না। সেটা সবাই জানে। শুধু নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে কথা বললেই চলে না। মানুষের জন্য কাজ করতে হয়। আমরা সেই দিশায় কাজ করছি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জন্য কাজ করা। আজ এখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যারা শপথ নিয়েছেন তাদের একটাই অনুরোধ করবো যে ঈশ্বরের কারণে আজকে আপনারা এই সুযোগ পেয়েছেন। কাজেই আপনার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হোন। মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। মানুষ আপনাদের কাছে আসবে। কারণ মানুষের নানারকম সমস্যা হয়। মানুষের অভাব অভিযোগ, দুঃখ শুনতে হবে। তবেই মানুষ আমাদের উপর আস্থা রাখবেন।

রাজ্যের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বন্যা পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রতিটা জায়গায় মানুষ সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসছেন। একটা ছোট শিশুও তার সঞ্চিত ২ হাজার টাকা নিয়ে সাহায্য দিতে আমার কাছে এসেছে। বন্যা পরিস্থিতিতে গত মাসের ২০ তারিখ দিল্লি থেকে রাজ্যে এসে সমস্ত আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করি। কারণ ত্রাণ বিতরণ কমিটির চেয়ারম্যান আমি। রাত ১০টার সময়েও মুখ্যসচিব সহ অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। এই পরিস্থিতিতে আমি হেলিকপ্টারে বিভিন্ন বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করি। তিন দিন ধরে বিনিদ্র থেকে সমস্ত পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে হয়েছে আমাদের। জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গেও নিয়মিত কথা হয়েছে। এর পাশাপাশি গোটা বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে অবহিত করলে তিনি বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বায়ুসেনার হেলিকপ্টার, এনডিআরএফ টিম, রাবার বোট সহ আনুষাঙ্গিক যাবতীয় সাজসরঞ্জাম দ্রুত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ডাঃ সাহা বলেন, কাজের নিরিখে যে ভালো কাজ করবেন তাকেই আমি বিশ্বাস করি। এটাই হচ্ছে আসল। কেউ ভুল করলে সেটা মেনে নেবো এমন রাজনীতি আমরা করি না। তিনি বলেন, একজন অবসরপ্রাপ্ত বয়স্ক লোক এসে বললেন আমি মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে কিছু অনুদান দিতে চায়। এরপর ত্রাণ দিয়ে তিনি বললেন এই যে টাকাটা আমি দিলাম এখন মনে হচ্ছে এটার সঠিক কাজ হবে। এরজন্য আপনার কাছে দিলাম। এই যে বিশ্বাস মানুষের মধ্যে রয়েছে সেটাই আমাদের বড় প্রাপ্তি। তাই ত্রি-স্তর পঞ্চায়েতে জনপ্রতিনিধিদের আরও দায়িত্ব নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গদর্শনে কাজ করছে রাজ্য সরকারও। এই সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে মানুষের জন্য কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক মৈলাফ্রু মগ, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সন্দীপ রাঠোর, দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা স্মিতা মল, পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা প্রসূন দে সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের আধিকারিকগণ।

কেজরিওয়াল

● প্রথম পাতার পর

চলেছেন। যদিও সুপ্রিম কোর্ট দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে জামিন দিলেও বেশ কিছু শর্ত চাপিয়েছে। স্পষ্ট বলা হয়েছে, জেল থেকে বেরোনোর পর কেজরিওয়াল কোনও ফাইলে সই করতে পারবেন না। নিজের দফতরেও যেতে পারবেন না।

গোমতি জেলা শিক্ষা আধিকারিক বিকাশ নাথ, ও এস ডি যথাক্রমে ঝুমা দেব এবং গৌরাঙ্গ শুক্লদাস আজ বিকালে নবনিযুক্ত গোমতি জেলা সভাধিপতি ও সহ-সভাধিপতি দেবল দেবরায় ,সূজন কুমার সেনকে জে সভাধিপতির অফিস কক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

অভয়া কাণ্ডের প্রতিবাদে অশোকনগরের পুজো কমিটির সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান

অশোকনগর, ১৩ সেপ্টেম্বর(হি.স.): আর জি করের অভয়া কাণ্ডের প্রতিবাদে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরের একটি দুর্গাপূজা কমিটি এ বছর সরকারি অনুদান গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অশোকনগরের দোগাছিয়া এলাকার বাবা পঞ্চানন দুর্গোৎসব কমিটি এ বছর তাদের পূজার জন্য রাজ্য সরকারের দেওয়া অনুদান প্রত্যাখ্যান করেছে। বিগত বছরগুলিতে এই পুজো কমিটি সরকারি অনুদান গ্রহণ করলেও, এ বছর আরজিকরের চিকিৎসক ছাত্রীর নৃশংস মৃত্যুর ঘটনায় ন্যায় বিচারের দাবি জানিয়ে তারা অনুদান প্রত্যাখ্যান করেছে।

কমিটির এই সিদ্ধান্তে স্থানীয় মহিলাদের কাছ থেকে ব্যাপক সমর্থন এসেছে। তারা আগেই অভয়া কাণ্ডের বিরুদ্ধে একাধিক প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন, এবং এবার পুজোর অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্তকে তাঁরা স্বাগত জানিয়েছেন। শুক্রবার পুজো কমিটির সদস্যরা অশোকনগর থানায় গিয়ে লিখিতভাবে সরকারি অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। পুজো কমিটির এক সদস্য জানিয়েছেন, 'অভয়া কাণ্ডের মতো মর্মান্তিক ঘটনার সঠিক বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোনও রকম সরকারি সাহায্য নিতে চাই না। এই সিদ্ধান্ত আমাদের প্রতিবাদের একটি রূপ।'এলাকার মানুষ এবং বিশেষত মহিলারা এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে কমিটিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

করিমগঞ্জে এ ডি আর পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে মিশন ডিরেক্টর তথা জেলার সেন্ট্রাল অবজার্ভারের সভা

করিমগঞ্জ (অসম) ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) :করিমগঞ্জ জেলায় আগামী ১৫ ও ২৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন বা এ ডি আর ই নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণ করতে রাজ্যের সমগ্র শিক্ষা অভিযানের মিশন ডিরেক্টর তথা করিমগঞ্জ জেলার সেন্ট্রাল অবজার্ভার ওম প্রকাশ শুক্রবার করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্ত কার্য্যালয়ের সভাকক্ষে উচ্চপদস্ত প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিক তথা প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রের ইনচার্জদের সাথে এক সভা করেন। সভায় মিশন ডিরেক্টর সেন্টার ইনচার্জদের দায়িত্ব সমঝে দিয়ে জানান যে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য নিয়োজিত প্রতিজন আধিকারিক ও কর্মীদের পরিচিতি সাব্যস্ত করার জন্য সেন্টার ইনচার্জকে ফটোযুক্ত বৈধ পরিচয়পত্র ইস্যু করতে হবে। এতে তিনি সেন্টার ইনচার্জদের করিমগঞ্জ শহরে থাকা প্রশ্নপত্রের স্ট্রংরুম থেকে প্রশ্নপত্র গ্রহণ করার সময় থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছানো পর্যন্ত তাঁদের মোবাইল লোকেশন জেলা প্রশাসনের তৈরি করে দেওয়া হোয়াটস্যাপ গ্রুপে অবশ্যই শেয়ার করতে হবে। এতে তিনি সেন্টার ইনচার্জদের মোবাইল ফোন পুরোপুরি চার্জ করে সঙ্গে মোবাইল চার্জার অথবা পাওয়ার ব্যাংক রাখতে পরামর্শ দেন। তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সেন্টার ইনচার্জদের প্রশ্নপত্রের স্ট্রংরুম থেকে প্রশ্নপত্রের ট্রাঙ্ক সমঝে নেওয়ার আগে ওই ট্রাঙ্কের উপর-তল ডান-বাম চতুর্দিকে ভালো করে পরীক্ষা করে তার সাথে ট্রাঙ্কের সীলমহর পরীক্ষা করে পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য রওয়ানা হতে বলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সেন্টার ইনচার্জদের স্ট্রংরুম থেকে পরীক্ষা কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছানোর রাস্তায় কোনো অবস্থাতেই কোনো স্থানে প্রশ্নপত্রের গাড়ি দাড় না করতে এবং স্ট্রংরুম থেকে প্রশ্নপত্র গ্রহণ করা থেকে পরীক্ষা কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছানো পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি ভিডিওগ্রাফি করতে নির্দেশ দেন। সভায় মিশন ডিরেক্টর সেন্টার ইনচার্জদের তাঁদের পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষার দিনসহ একদিন আগের ও পরের দিনের ভিডিও ফুটেজ এক কপি নিজের কাছে রেখে আর এক কপি জেলা প্রশাসনকে জমা করতে নির্দেশ দেন। এছাড়া এ দিনের সভায় মিশন ডিরেক্টর পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ও সেন্টার ইনচার্জদের বুঝিয়ে দেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এ ডি সি ধ্রুবজ্যোতি পাঠক, সহকারী আয়ুক্ত প্রিয়াঙ্কা ইয়ামনাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রতাপ দাস, ডি এস পি নারায়ণ বড়ো, সহকারী আয়ুক্ত রংবামন টেরন, বিদ্যালয় সমুহের পরিদর্শক নিলমজ্যোতি দাস, জেলার সব সেন্টার ইনচার্জগন এবং শিক্ষা বিভাগের আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেন। এদিকে পরীক্ষা কেন্দ্রের ১০০ মিটার ব্যাসার্ধ এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে। এডমিট কার্ড ও পরিচয়পত্র, পেন্সিল, কলম, ইরেসার, স্কেল ছাড়া কোনো সামগ্রী নিয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না পরীক্ষার্থীদের। মোবাইল ফোন, কোন ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম বা প্রোগ্রামেবল ডিভাইস, স্মার্ট ঘড়ি, স্বাস্থ্য ব্যান্ড, ইলেক্ট্রনিক পেন / স্ক্যানার, ব্লুটুথ ডিভাইস, ইয়ারফোন, মাইক্রোফোন বা অন্য কোনো ডিভাইস নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই পরীক্ষা কেন্দ্রে। ক্যালকুলেটর, পেন ড্রাইভ, কাগজের বিট ইত্যাদি পাঠ্য উপাদান এমন কোন সামগ্রীও নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই। এই বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করলে আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে শাস্তিযোগ্য হবে বলে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

প্রতিবাদীদের কাছে শুভানুধ্যায়ীদের ঢালাও খাবার

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের জন্য শুভানুধ্যায়ীদের পাঠানো খাবারে উপচে পড়ছে স্বাস্থ্য ভবন-সংলগ্ন ধরনাস্থল। সামাজিক মাধ্যমে ভেসে আসছে তার নানা ছবি।লোকসঙ্গীত গায়িকা উর্মি চৌধুরী সাগ্নিক পাল ছবি এবং তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, "দক্ষিণ বারাসাত থেকে উনি নিজের চাষের শশা নিয়ে এসেছেন মাথায় করে। বললেন 'আমার ভাই বোনেরা এই রাস্তায় বসে আছে। ওদের জন্য এটুকু করতে পারব না?' মনুষ্যত্ব এবং মানুষ তোমারে সেলাম।""ব্যারাকপুর শেয়ার ফর কেয়ার'-এর সম্পাদক তানিয়া সেনগুপ্ত লিখেছেন, "সাক্ষী রইলাম মানবতার উৎসবের, মহা যজ্ঞের। যাঁরা এখনও দরজায় খিল এঁটে শুয়ে আছেন 'আমার বাবার কি' ভেবে, তাঁরা একবার ঘুরে আসুন স্বাস্থ্য ভবন, টুরিস্ট স্পট নয়, তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছে সেক্টর ফাইভ।

'জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে' মৃত ২৯, ২ লক্ষ টাকা করে সহায়তার আশ্বাস মমতার

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি কর হাসপাতাল-কাণ্ডের প্রতিবাদে জুনিয়র ডাক্তারদের ধরনার জেরে মৃতের সংখ্যা ২৯-এ দাঁড়িয়েছে বলে শুক্রবার দুপুরে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সঙ্গে মৃতদের পরিবারবর্গকে ২ লক্ষ টাকা করে সহায়তার আশ্বাস দিলেন তিনি।এ দিন এক্স হ্যান্ডলে তিনি জানান, "এটা দুঃখজনক এবং দুর্ভাগ্যজনক যে জুনিয়র ডাক্তারদের দীর্ঘ টানা কাজ বন্ধ রাখার কারণে স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটেছে। এর জন্য আমরা ২৯টি মূল্যবান জীবন হারিয়েছি। শোকাহত পরিবারগুলির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানোর জন্য, রাজ্য সরকার একটি প্রতীকি আর্থিক ত্রাণ ঘোষণা করেছে। প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের ২ লাখ টাকা।"আরজিকর মেডিক্যাল কলেজের এক চিকিৎসক ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে এবার নারকো এনালাইসিস টেস্টের মুখোমুখি করার পরিকল্পনা করেছিল সিবিআই। তবে, সেই পরীক্ষার জন্য সিবিআইয়ের করা আবেদনে সাড়া দিল না শিয়ালদা আদালত। শুক্রবার শিয়ালদা আদালতে সঞ্জয়কে পেশ করা হলেও বিচারক নারকো টেস্টের আবেদন মঞ্জুর করেননি। এর ফলে আপাতত নারকো পরীক্ষা হচ্ছে না বলে জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা।এর আগে সিবিআই সঞ্জয়ের পলিগ্রাফ (লাই-ডিটেক্টর) পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। তবে মামলার তদন্তকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নারকো এনালাইসিস টেস্ট জরুরি বলে মনে করছে তারা।

দিলীপ ঘোষ

● প্রথম পাতার পর

দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেটাও করব। এটা আমার কাছে নতুন কিছু নয়।"প্রসঙ্গত, দিলীপবাবুকে সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি করেছিল দলীয় নেতৃত্ব। কিন্তু ২০২৩ সালের ২৯ জুলাই সেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় তাঁকে। তখনই তিনি শুধু সাংসদ হয়ে গিয়েছিলেন।

শোক মিছিল

● প্রথম পাতার পর

বার্তা ছড়ালো অলি গলি রাজপথে। শোককে সাথে নিয়ে মৌন মিছিলে হাঁটলেন আর সুগভীর শ্রদ্ধা জানালেন প্রয়াত সংগ্রামী নেতাকে।

সি পি আই(এম)-র খোয়াই মহকুমা কার্য্যালয়ে স্বল্পকালীন নোটিশের প্রস্তুতিতেই এদিন বেলা এগারোটা থেকে পার্টির সর্বস্তরের নেতা , কর্মী ও সমর্থকেরা জড়ো হতে থাকেন। মহকুমা শহর, শহরতলী, দূর দূরান্তের গ্রামগঞ্জ সহ বিভিন্ন জনপদ থেকে তারা ছুটে আসেন পার্টি অফিসে প্রয়াত সংগ্রামী নেতাকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে। শোকবিহ্বলতার মাঝেও অনেকেই সাথে করে নিয়ে আসেন ফুল।

বেলা বারোটায় পার্টির মহকুমা কার্য্যালয়ে শুরু হয় প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর নির্ধারিত কর্মসূচী। ফুলেল শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত সবাই। প্রথমেই কমরেড সীতারাম ইয়েচুরির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান সি পি আই (এম)-- র জেলা সম্পাদক ড. রঞ্জিত দেববর্মা। এরপর শ্রদ্ধা জানান পার্টির মহকুমা সম্পাদক পদ্ম কুমার দেববর্মা। একে একে ফুলে ফুলে প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সি পি আই (এম)-- র রাজ্য কমিটির সদস্য নির্মল বিশ্বাস, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আলয় রায় ও সুখেন্দু বিকাশ দে, মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নন্দলাল দেববর্মা, বিদ্যাচরণ দেববর্মা সহ পার্টির বিভিন্ন অঞ্চলের সম্পাদকগণ ও মহকুমা কমিটির সদস্যরা ও উপস্থিত সকলে।শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন অতনু দত্ত।সবাই মৌনশ্রদ্ধায় স্মরণ করেন প্রয়াত নেতাকে।

স্মরণাঞ্জলি কর্মসূচীর পর পার্টির মহকুমা কার্য্যালয় থেকে বের হয় মৌন মিছিল। মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন পার্টির জেলা ও মহকুমা স্তরের নেতৃবৃন্দ।

প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

কাজে লাগিয়েই ব্যবসায়ী সংকর গ্রাহকদের নিয়মিত ঠকিয়ে নিজের উদরপূর্তিতে মেতে ওঠে।

আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক শুভঙ্কর চৌধুরীর নেতৃত্বে ডিসিএম হরিপদ সরকার সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী দোকানে অভিযান শুরু করতেই তাদের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যায়। অত্যাধিক পরিমাণের শিশুখাদ্য থেকে মসলা, প্যাকেটজাত দুধ,খাবার তেল, চকলেট থেকে বিস্কুট, চিপসইত্যাদি দুই বছরেরও মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রীর হদিস মিলছে।সাথে সাথেই গোটা দোকান, গোডাউনে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণের মেয়াদোত্তীর্ণ মালামাল বাজেয়াপ্ত করে। পরবর্তীতে অসাধু ব্যবসায়ী সংকর পালের দোকান অনির্দিষ্টকালের জন্য সিল করে দেওয়া হয়। অভিযানকালে খাদ্য আধিকারিক শুভঙ্কর চৌধুরী জানায় দীর্ঘদিন ধরেই কল্যানপুর অমর কলোনি এলাকার ব্যবসায়ী সংকর পালের দোকানে মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রী অবাদে বিক্রি করার অভিযোগ পাওয়া যায়। এই বিষয়ে সঠিক তদন্ত করতে আজ এই দোকানে তল্লাশি চালানো হয়।

সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণের মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, পাশাপাশি অনির্দিষ্টকালের জন্য দোকান সিল করা হয়। পরবর্তী সময়ে দপ্তরের আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঘটনার প্রেক্ষিতে দপ্তরের ভূমিকায় গোটা এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশাসনের প্রতি ব্যাপক আস্তা পরিলক্ষিত হয়েছে।

অঙ্গন

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় বাধারঘাটে প্রাইজমানি মেগা ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মেগা ফুটবল টুর্নামেন্টের অভিনব সূচনা। বিগত বছরের ন্যায় এবারও সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রীতি ফুটবল ম্যাচের মধ্য দিয়ে ফাইভ-এ-সাইড এই ফুটবল টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। এবার সর্বাধিক ৩২ টি দল অংশগ্রহণ করেছে। তিন দিন ব্যাপী প্রাইজমানি এই ফুটবল টুর্নামেন্ট। বাধারঘাট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে দশরথ দেব গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাব আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে সুদৃশ্য ট্রফি সহ দেওয়া হবে যথাক্রমে ১০ হাজার ও ৭০০০ এর মতো বড় অংকের প্রাইজমানিও। আজ, শুক্রবার জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে উদ্যোক্তাদের একটি প্রদর্শনী প্রীতি ফুটবল ম্যাচের মধ্য দিয়ে এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে। উপভোগ্যকর প্রদর্শনী প্রীতি ম্যাচ গোলশূন্য ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। জেআরসি-র সুমন সাহা প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের ট্রফি পেয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। উল্লেখ্য, শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮ টায় প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যথাক্রমে বিধায়িকা মীনা দেব সরকার, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি অমিত দেব, ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে স্বাগত ভাষণ রাখেন টুর্নামেন্টের জয়েন্ট কনভেনার গৌতম ব্যানার্জি। বক্তৃতায় বিধায়িকা, টিএফএ সভাপতি ও টিএসজেসি সভাপতি প্রমূখ উদ্দ্যোক্তাদের এ ধরনের আয়োজনে ভূয়ষী প্রশংসা করেন এবং তা জারি রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। জয়েন্ট কনভেনার বিরুপাক্ষ চৌধুরী ধন্যবাদ সূচক ভাষণ রাখেন। টুর্নামেন্টের প্রথম দিনে নকআউট পর্যায়ের চারটি ম্যাচে কিং ফুটবল ক্লাব, নেতাজি সামাজিক সংস্থা, যুবক সংঘ এবং ইভিনিং ফুটবল ক্লাব জয়ী হয়ে পরবর্তী রাউন্ডে প্রবেশ করেছে। আগামীকাল, সকাল আটটা থেকে পরবর্তী ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে।

১ম ডিভিশন লিগ ফুটবল ত্রিবেণী সংঘকে ৬ গোলে হারিয়ে টাউন ক্লাবের সেরা জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সেরা জয়। ছয় গোলের বিশাল ব্যবধানে। চলতি টুর্নামেন্টে এটি সর্বাধিক গোলে জয়। ত্রিবেণী সংঘকে ৬ গোলে হারালো টাউন ক্লাব।শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ক্লাব লিগে ত্রিবেনী সংঘ কে পরাজিত করে সুপারে দৌড়ে টিকে রইলো টাউন ক্লাব। শুক্রবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় টাউন ক্লাব ও ত্রিবেনী সংঘ। ম্যাচ টি ৬-০ গোলের ব্যবধানে ত্রিবেনী সংঘকে পরাজিত করে ৫ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলো টাউন ক্লাব। ম্যাচে টাউন ক্লাবের হয়ে খেলার ২৯ মিনিটে ফ্রী কিক থেকে দলের হয়ে প্রথম দুর্দান্ত গোলটি করে শ্রীনাম চিরঞ্জন। ম্যাচের ৪৪ মিনিটে ত্রিবেনী সংঘের ফুটবলারদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও গোলরক্ষকের গাফিলতির সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে লাল ভেনজা ডারলং গোল করে টাউন ক্লাবের গোলের ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়। ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে খেলতে নেমে টাউন ক্লাব দ্বিতীয়ার্ধর ১৬ মিনিটে ও ২৮ মিনিটে পর পর দুটি গোল করে ব্যবধান ৪-০ করে নেয়। টাউন ক্লাবের হয়ে ম্যাচে তৃতীয় ও চতুর্থ গোলটি করে জ্যাক। ম্যাচের ৮০ ও ৮৯ মিনিটে টাউন ক্লাবের হয়ে এলটন ডার্লং দুটি গোল করে ব্যাবধান ৬-০ করে দেয়।

ম্যাচের বাকি সময় টুকু গোলের ব্যবধান ৬-০ ধরে রেখে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়েন টাউন ক্লাবের ফুটবলাররা।

এদিনের ম্যাচে সেরা ফুটবলার হিসেবে নির্বাচিত হয় জ্যাক। জ্যাকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুকুল দেববর্মা।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দুই চিত্র সাংবাদিকের পাশে দাঁড়ালো ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পাশে থাকা। এটাই মূল লক্ষ্য।সম্প্রতি রাজ্যে ভয়াবহ বন্যায় বহু মানুষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন সাংবাদিকরা ও আছেন। এমন দুজন চিত্র সাংবাদিকের পাশে দাঁড়ালো ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব। টি এস জে সির তরফে এই দুই চিত্র সাংবাদিককে দেয়া হলো যত কিঞ্চিৎ আর্থিক সহযোগিতা। দুজন চিত্র সাংবাদিক হলেন কিংকর শীল ও নারায়ণ শীল। এরা মাঠে ঘাটে প্রতিনিয়ত ক্যামেরা হাতে ঘাম ঝড়ায়। বন্যায় এদের বাড়ি ঘরে ব্যাপক ক্ষতি হয়। এই বিষয়টা জানতে পেরে ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব এদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলো। শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এই দুজন চিত্র সাংবাদিকের হাতে আর্থিক সহযোগিতা তুলে দিলেন টি এস জে সির সম্পাদক অনির্বাণ দেব ও সহ সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ। পাশে থাকার এই উদ্যোগ্যে ক্লাবে উপস্থিত ছিলেন টি এস জে সির সভাপতি সরজু চক্রবর্তী, কার্যকরী সদস্য বিপ্লব চন্দ। আর্থিক সহযোগিতাটা মূল নয়, পাশে থাকার অঙ্গীকারটাই মূল লক্ষ্য টি এস জে সির, বলেই অভিমত ব্যক্ত করলেন সভাপতি ও সহ সভাপতি দুজনেই।

লীগ ফুটবলে লাল বাহাদুরকে ব্যাকফুটে ঠেলে জয়ের হ্যাটট্রিক রামকৃষ্ণ ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাট্রিক রামকৃষ্ণ ক্লাবের। প্রথম ম্যাচে ড্র-য়ের পর, পরবর্তী ২টি ম্যাচে লাগাতর হার। কিন্তু এরপর টানা তিন ম্যাচে জয় ছিনিয়ে প্রথম সারিতে স্থান করে নিয়েছে রামকৃষ্ণ ক্লাব।

ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন ক্লাব লিগে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার কে বিপাকে ফেলে সুপার চারের দৌড়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলো রামকৃষ্ণ ক্লাব। শুক্রবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয় রামকৃষ্ণ ক্লাব ও লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। সুপারের দৌড়ে টিকে থাকার জন্য উভয় দলের জন্য ম্যাচটি ছিলো অনেকটা মরন-বাচার লড়াই। এই ম্যাচেই লালবাহাদুর কে পরাজিত করে সুপারের যাওয়ার রাস্তাটা কিছুটা সহজ করে নেয় রামকৃষ্ণ ক্লাব।

এদিনের ম্যাচের শুরুর ৩ মিনিটেই লালবাহাদুর ক্লাবের হয়ে রিচার্ড ভানলাল গোল করে দল কে ১-০ গোলে লিড এনে দেয়। ১ গোলে পিছিয়ে থেকে খেলতে থাকা রামকৃষ্ণ ক্লাব ২৯ মিনিটে ম্যাচে গোল করে সমতা নিয়ে আসে। রামকৃষ্ণ ক্লাবের হয়ে প্রথম গোলটি করে সমর জিৎ সিং। ম্যাচে ১-১ গোলে সমতা থাকাকালীন সময়ে লালবাহাদুর ক্লাবের হয়ে খেলার ৪৪ মিনিটে বিশ্বজিৎ দেববর্মা গোল করে ম্যাচে ব্যাবধান ২-১ করে নেয়।

ম্যাচের প্রথমার্ধ ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে খেলতে নেমে লালবাহাদুর দ্বিতীয়ার্ধে পর পর দুটি গোল হজম করে ম্যাচ থেকে ৩-২ গোলে পিছিয়ে যায়। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের ২৪ ও ২৮ মিনিটে পর পর দুটি গোল করে তেজ কুমার।

ফলে ৩-২ গোলের ব্যবধানে জয় লাভ করে রামকৃষ্ণ ক্লাব। দিনের খেলা: এগিয়ে চলো সংঘ বনাম জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন, সন্ধ্যা সোয়া ছয়টায়।

আইএসএল ২৪-২৫ : আগামীকাল মোহনবাগান-মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচ, এক সপ্তাহের তালিকা

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ইন্ডিয়ান সুপার লিগের নতুন মরসুম আগামীকাল শুক্রবার, ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। প্রথম দিন মুখোমুখি হচ্ছে ২৩-২৪ লীগ শিল্ড বিজয়ী মোহনবাগান এবং আইএসএল ফাইনাল বিজয়ী মুম্বাই সিটি এফসি। আইএসএলের এবারের মরসুমে খেলবে ১৩টি দল। এবার গতবারের আই লিগ চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিং আইএসএলে খেলবে।

আইএসএল ম্যাচগুলো শুরু হবে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে ডাবল হেডার সহ, শনিবার, বিকেল ৫ টায়।

আইএসএল : এক সপ্তাহের তালিকা:

১৩ সেপ্টেম্বর: মোহনবাগান বনাম মুম্বাই সিটি,কলকাতায়, সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট।

১৪ সেপ্টেম্বর: ভুবনেশ্বরে বিকাল ৫ টা, ওড়িশা এফসি বনাম চেন্নায়িন এফসি।১৪ সেপ্টেম্বর: বেঙ্গালুরুতে সন্ধ্যা ৭.৩০ মি. বেঙ্গালুরু এফসি বনাম ইস্ট বেঙ্গল।১৫ সেপ্টেম্বর: কোচিতে সন্ধ্যা ৭.৩০মি, কেরালা ব্লাস্টার্স বনাম পাঞ্জাব এফসি।

১৬ সেপ্টেম্বর: মহমেডান এসসি বনাম নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড, কলকাতা, সন্ধ্যা ৭.৩০মি.।

১৭ সেপ্টেম্বর: এফসি গোয়া বনাম জামশেদপুর এফসি, গোয়া, সন্ধ্যা ৭:৩০ মি,।

১৯ সেপ্টেম্বর: বেঙ্গালুরু এফসি বনাম হায়দ্রাবাদ এফসি, বেঙ্গালুরু, সন্ধ্যা ৭.৩০মি.।

২০ সেপ্টেম্বর: এফসিগোয়া বনাম মোহনবাগান, গোয়া সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিট।

২১ ডিসেম্বর :মুম্বাই সিটি বনাম চেন্নাই, মুম্বাই, বিকাল ৫টা।

প্রথম অ্যাথলিট হিসেবে ১ বিলিয়ন ফলোয়ার পার রোনাল্ডোর

রিয়াদ, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কিছুদিন আগে আল নাসরের হয়ে গোল করে ৯০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন রোনাল্ডো। এবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রথম অ্যাথলিট হিসেবে ১ বিলিয়ন ফলোয়ার পার করে এক নতুন রেকর্ড গড়লেন এই পর্তুগিজ মহাতারকা।

রোনাল্ডোর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্ল্যাটফর্ম গুলির মধ্যে রয়েছে ফেসবুক, এক্স, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব সহ আরও বেশকিছু মাধ্যম। যেখানে রোনাল্ডোর ইনস্টাগ্রামে ৬৩৮ মিলিয়নের উপরে, ফেসবুকে ১৭০ মিলিয়নের উপরে, এক্সে ১১৩ মিলিয়নের উপরে এবং ইউটিউবে ৬০ মিলিয়নের উপরে ফলোয়ার এবং সাবস্ক্রাইবার রয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের এই ঐতিহাসিক অর্জনের কথা জানিয়ে রোনাল্ডো এক পোস্টে তার সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

প্যারা অলিম্পিক পদকজয়ীদের মাসিক বৃত্তি, চিকিৎসা বিমা প্রদান করবে ইন্ডিয়ান অয়েল

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন বৃহস্পতিবার সম্প্রতি সমাপ্ত প্যারিস প্যারালিম্পিকে ঐতিহাসিক পারফরম্যান্সের জন্য দেশের প্যারা অ্যাথলিটদের মাসিক বৃত্তি এবং চিকিৎসা বিমা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ভারত প্যারালিম্পিকে এবার ৭টি স্বর্ণ, ৯টি রুপো এবং ১৩টি ব্রোঞ্জ সহ রেকর্ড ২৯টি পদক অর্জন করেছে। ইন্ডিয়ান অয়েল, প্যারালিম্পিক কমিটি অফ ইন্ডিয়া অক্টোবর ২০২৩ থেকে প্যারা কন্টিনজেন্টকে সমর্থন দিয়েছিল এবং প্যারিস প্যারালিম্পিক গেমসে ভারতীয় দলের প্রধান স্পনসর ছিল।

পঙ্কজ জৈন পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের সচিব, ক্রীড়াবিদদের প্রশংসা করে ঘোষণা করেছেন যে ইন্ডিয়ান অয়েল প্যারা অ্যাথলিটদের জন্য মাসিক বৃত্তি, চিকিৎসা বিমা এবং স্পোর্টস কিট চালু করবে।

ভারত-বাংলাদেশ সিরিজ : কবে কোথায় টেস্ট ও টি২০ সিরিজ

কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর দু”দিন বাদে বাংলাদেশ ভারত সফরে আসছে। এই সফরে তারা খেলবে দুটি টেস্ট ও তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর টেস্ট সিরিজ দিয়ে টাইগারদের এই অভিযান শুরু হবে এবং সফর শেষ হবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি দিয়ে। সূচি অনুযায়ী, সিরিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচ হবে চেন্নাইয়ে ১৯-২৩ সেপ্টেম্বর, শুরু সকাল দশটা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বাস্থ্য পরিষেবায় রাজ্য সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর: স্বাস্থ্য পরিষেবা রাজ্য সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। রাজ্যের বর্তমান সরকার রাজ্যবাসীকে উন্নত এবং আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে কাজ করছে। এই লক্ষ্যে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোগী রয়েছে। আজ আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার অডিটোরিয়ামে রাজ্যভিত্তিক স্টার এনসিডি (নন-কমিউনিক্যাবল ডিজিজেস) প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের তিনটি বিভাগের হেলথ কাউন্সিল রেজিস্ট্রেশন পোর্টালের উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, আইসিএমআর-এর জাতীয় স্বাস্থ্য গবেষণায় স্টার এনসিডি প্রকল্প অন্যতম অগ্রাধিকার প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অ্যাম্বুলেটরি কেয়ার পরিষেবাকে উন্নত করার মধ্য দিয়ে অসংক্রামক রোগের নির্ণায়ক চিকিৎসার সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরাতে অনেকেই অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হন। ভারতবর্ষে এই ধরনের রোগী প্রায় ৬২ শতাংশ। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রাজ্যে রোগীর সঠিক সংখ্যা জানা যাবে পাশাপাশি তাদেরকে সঠিক চিকিৎসা প্রদানও করা সম্ভব হবে। এই প্রকল্পের অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। যার ফলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনেক নতুন নতুন দিকও বেরিয়ে আসবে। দেশের চারটি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা একটি যেখানে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। রাজ্যের গোমতী জেলায় এই প্রকল্প প্রথম ধাপে চালু করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসংক্রামক রোগ মানুষের জীবনশৈলীর উপর অনেক নির্ভরশীল। সচেতনতা এই অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধের একটি উপায়। তাই স্টার এনসিডি প্রকল্প রাজ্যের জন্য একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। রাজ্যের রোগীর চিকিৎসা পরিষেবা বৃদ্ধির পাশাপাশি চিকিৎসকদেরও এই রোগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বৃদ্ধিতে এই প্রকল্প সহায়তা করবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ভারতের অনেক রাজ্যের তুলনায় কোনও অংশে কম নয়। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিতে অনেক আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি প্রয়োগ করে চলছে। মানুষ এতে অনেকে উপকৃতও হচ্ছেন। রাজ্যে এখন অনেক জটিল অপারেশন রাজ্যের চিকিৎসকদের দ্বারাই সম্পন্ন হচ্ছে। রোগীদেরও বাইরে যাবার প্রবণতা অনেক হ্রাস পেয়েছে। মানুষ রাজ্য স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর আস্থাশীল হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পের সার্বিক সফলতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, রাজ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আজকের দিনটি খুবই উল্লেখযোগ্য। অসংক্রামক রোগ সারা দেশে নিরন্তর বেড়ে চলছে। ত্রিপুরাতেও এই রোগের অনেক রোগী রয়েছে। তাই ক্ষেত্র পর্যায়ে গিয়ে এই রোগের রোগী নির্ণয়, চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য এই প্রকল্প অনেক উপযোগী হবে। পরবর্তীতে রাজ্যের প্রত্যেক জেলাতে এর মনিটরিং হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে রোগী রেফার কেইস, রোগীকে সঠিক ঔষধ প্রদান ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। তাই সর্বোপরি এই প্রকল্প মানুষের অনেক উপকারে আসবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, নয়াদিল্লির এইমস হাসপাতালের ডা. নিখিল টেন্ডন। বক্তব্য রাখেন ডা. আসু গ্রোভার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা রাজ্য শাখার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ড. সামিত রায় চৌধুরী, রাজ্য পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, অধিকর্তা রাজ্য মেডিক্যাল এডুকেশনের প্রফেসর (ডা.) এইচ পি শর্মা প্রমুখ।

নিখোঁজ ব্যক্তির কঙ্কালসার দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ সেপ্টেম্বর।। গত আগস্ট মাসের শেষ দিকে বন্যার জলে তলিয়ে যাওয়া সমরেশ বর্ধনের কঙ্কালসার দেহ উদ্ধার হয় আজ সকালে। ঘটনা উদয়পুর কাকড়াবন থানার অন্তর্গত জামজুড়ি বর্ধন পাড়া এলাকায়।গত মাসের শেষ দিকে অতিরিক্ত বর্ষণের কারনে গোমতি নদীর জল বিপদ সীমার উপর দিয়ে বয়ে গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চল প্লাবিত হয়েছিলো। প্রায় এক চল্লিশ বৎসর পর গোমতি নদীর বিস্তীর্ণ এলাকা এভাবে প্লাবিত হয়েছে। হঠাৎ গোমতির জল বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখে কাকড়াবন থানার অন্তর্গত জামজুড়ি বর্ধন পাড়ার সমরেশ বর্ধন,ভাই রাজেশ বর্ধন (নন্টু) এবং ভাতিজা রাহুল বর্ধন মিলে দুটো গরু নিয়ে সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে সাতটার সময় সরকারী শিবিরে আশ্রয় নেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে শিবিরের উদ্দেশ্যে বন্যার জল ভেদ করে যাচ্ছিলেন, তখন গরু দুটো জলের মধ্যে এদিক সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিলো- তখনই বিপত্তি দেখা দেয়।গরুর টানে সমরেশ বন্যার জলে।তলিয়ে যায়। সেই থেকে আজ অব্দি সমরেশের পরিবার প্রায় কুড়ি বাইশ দিন উৎকণ্ঠা ও উদ্বিগ্নতার মধ্যেই দিন অতিবাহিত করেছে।আজ সকালে জেলের মাছ রধতে যাওয়ার সময় সমরেশের বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দুরে তপন বর্ধনের পুকুর পাড়ে সমরেশের কঙ্কাল সার দেহ দেখতে পায়। পরনে ডোঁরা কাটা লুঙ্গি ও পলিযুক্ত গেঞ্জি দেখে পরিবারের সদস্যরা সনাক্ত করেন। সমরেশের দুই মেয়ে যথা ক্রমে দশম ও পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠরত।পরবর্তিতে কাকড়াবন থানার পুলিশ কঙ্কাল সার দেহ উদ্ধার করে পুলিশকে খবর দিলে কাকড়াবন থানার পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। ময়নাতদন্তের তদন্ত শেষে সমরেশের কঙ্কাল নিকট আত্মীয়ের হাতে তোলে দেয়। পরবর্তীতে উদ্ধার টাউন ছনবন লোকনাথ আশ্রম সংলগ্ন মহাশশ্মানে সৎকার করাহয়। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসছে।দাবি উঠেছে পরিবারে একটি সরকারী চাকুরীর অফার দেওয়ার ।

ভয়াবহ বন্যায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের মোট ১৭১.৪১ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে: পূর্ত দপ্তর

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: ভয়াবহ বন্যায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের মোট ১৭১.৪১কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। যার মধ্যে গ্রামীন এলাকায় ১৫১.২৫ কোটি টাকা এবং ১৯টি শহর এলাকায় ২০.১৬ কোটি টাকা। আজ পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত ১৯ আগস্ট থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত এলাকায় স্বল্প সময়ে অতিমাত্রায় মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়। যার ফলস্বরূপ ভয়াবহ বন্যায় রাজ্যে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে। বন্যাকবলিত হয়ে রাজ্যের সমস্ত নীচু এলাকা প্লাবিত হয় এবং অধিকাংশ নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতে থাকে। এহেন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বন্যাকবলিত গ্রামীন ও শহর এলাকার বেশিরভাগ পানীয় জলের উৎস এবং পাইপলাইন ভীষন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

বিজ্ঞপ্তি আরও জানানো হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ৪৮টি ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল পরিশোধনাগার, ১২৬২টি গভীর নলকূপ, ২০৩৭টি স্বল্প ব্যাসের গভীর নলকূপ, ৪৩টি উদ্ভাবনী মূলক (ইনোভেটিভ) প্রকল্প এবং ৬৯.১৩ কিমি পাইপলাইন। পাশাপাশি ১,২০,৫৪৩টি কার্য্যকরী পানীয় জলের সংযোগেরও ব্যপক ক্ষতি হয়।উপরোক্ত পরিস্থিতির কারনে রাজ্যে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের মোট আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ১৭১.৪১কোটি টাকা। যার মধ্যে গ্রামীন এলাকায় ১৫১.২৫ কোটি টাকা এবং ১৯টি শহর এলাকায় ২০.১৬ কোটি টাকা।

দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এখন পর্যন্ত রাজ্যের পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর ৪৪টি ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল পরিশোধনাগার, ১২৫৫টি গভীর নলকূপ, ২০১৫টি স্বল্প ব্যাসের গভীর নলকূপ এবং ২৯টি উদ্ভাবনী মূলক (ইনোভেটিভ) প্রকল্পের সারাইয়ের কাজ এবং উপযুক্ত জীবানুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর পুনরায় পানীয় জল সরবরাহ চালু হয়, অর্থাৎ ৯৮.৫০ শতাংশ প্রকল্পের পুনরুদ্ধার সম্পন্ন হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে বন্যার সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে রাজ্যের পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ করেছে এবং যেসকল এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রকল্প সারাইয়ের কাজ এখনও চলছে সেখানে দপ্তর ৯৬টি ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে এখনও নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ করে চলছে।

অসংক্রামক রোগ শুরুতেই সনাক্ত করার উদ্দেশ্যেই স্টার এনসিডি কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে: অধ্যাপক নিখিল ট্যান্ডন

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: রাজ্যে অসংক্রামক রোগ যেমন ক্যান্সার, মধুমেহ, উচ্চরক্তচাপ এবং হৃদরোগ ইত্যাদি প্রতিরোধ, সনাক্তকরণ এবং পরিষেবা উন্নতিকরণের উদ্দেশ্যে গতকাল থেকে চালু করা হয়েছে স্ট্রেংথিং অ্যাম্বুলেটরি কেয়ার ফর নন কমিউনিকেবল ডিজিসেস (স্টার এনসিডি) কর্মসূচি। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা প্রাথমিক পর্যায়ে গোমতী জেলার জন্য এই কর্মসূচির সূচনা করেন। আগামী ৩ বছরের জন্য এই কর্মসূচি চালু থাকবে। আজ আগরতলা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন নতুন দিল্লীস্থিত এইমসের অধ্যাপক নিখিল ট্যান্ডন।

সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যাপক নিখিল ট্যান্ডন বলেন, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চের উদ্যোগে ন্যাশনাল হেলথ রিসার্চ প্রায়োরিটি প্রোগ্রামে এই কর্মসূচি পরিচালিত হবে। রাজ্যে এই কর্মসূচি এইমস, নিউদিল্লী সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিজ কন্টোল, আগরতলা গর্ভমেন্ট মেডিকেল কলেজ সহ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন যৌথভাবে বাস্তবায়ন করবে। এই কর্মসূচিতে রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, রোগ নির্নয় এবং চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়নে সহায়তা করা হবে।

আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিসিডিসি এর কার্য্যনির্বাহী অধিকর্তা প্রফেসর (ডা.) প্রভাকরন, আই সি এম আর-এর ডা. আসু গ্রোভার ও ডা. রূপা শিব শংকর, এন এইচ এম (রাজ্য) এর এমডি ড. সমিত রায় চৌধুরী। এই কর্মসূচিটি গোমতী জেলা ছাড়াও, হরিয়ানা রাজ্যের ফরিদাবাদ, মহারাস্ট্রের নাগপুর এবং অন্ধ্র প্রদেশের চিত্তুর জেলাতে বাস্তবায়ন করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যাপক নিখিল ট্যান্ডন আরও জানান, অসংক্রামক রোগের কারণে বর্তমানে ব্যাপক সংখ্যায় মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। তাই এইসব অসংক্রামক রোগ শুরুতেই সনাক্ত করার উদ্দেশ্যেই এই কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আজ সকালে তারা গোমতী জেলার কয়েকটি সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি সন্তোষ ব্যক্ত করে জনগণকে নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন। এছাড়াও তারা সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা, খাদ্য পদ্ধতি, জীবনচর্চা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য, স্টার এনসিডি কর্মসূচিটি রাজ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডা. সঞ্জয় রুদ্রপালের নেতৃত্বে ডা শুভঙ্কর পাল, ডা মৌটুসী দেব, তাপস সাহা, স্বরূপ রায়, জয়ন্ত দেবনাথ ও গৌতম ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে একটি রাজ্যস্তরীয় কমিটিও গঠন করা হয়েছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়।

আগরতলায় নতুন উপ-শাখা খুলল এনএসআইসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: আগরতলায় নতুন উপ-শাখা খুলল ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড। এটি একটি সরকার এমএসএমই মন্ত্রকের অধীনে ইন্ডিয়া এন্টারপ্রাইজ, তার বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে, বিশেষ করে উত্তর পূর্ব অঞ্চলে সরকারের সাথে মাইক্রো ও ছোট উদ্যোগের (এমএসই) বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে, প্রচার করতে এবং উৎসাহিত করতে আগরতলায় একটি উপ- শাখা খুলেছে।

উল্লেখ্য, এনএসআইসি সরকারি পরিকল্পনাগুলি হল, ব্যাংক ক্রেডিট সুবিধা, কাঁচা মাল সহায়তা, একক পয়েন্ট রেজি. ইত্যাদি।

ফিডকো'র হাত থেকে সব দায়িত্ব সরিয়ে নিল টিএসইসিএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর : গ্রাহকদের লাগাতার অভিযোগের ভিত্তিতে বেসরকারি সংসা ফিডকো'র হাত থেকে সব দায়িত্ব সরিয়ে নিল টিএসইসিএল। আজ এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানিয়েছে টিএসইসিএল-র কতৃর্পক্ষ।

টিএসইসিএল-র কতৃর্পক্ষ জানিয়েছে, আজ সকাল ১১ টা থেকেই ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড গ্রাহক পরিষেবা ক্ষেত্রকে আরো বেশি জনমুখী করতে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কার্য্যকর করে দিয়েছে। এতদিন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের অধীনস্থ বেশ কয়েকটি বিভাগে গ্রাহক পরিষেবা এবং বিল আদায় সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনার দায়িত্বে ছিল বেসরকারি সংস্থা ফিডকো।

কৃর্তপক্ষ আরও জানিয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড বিদ্যুৎ পরিষেবা কে আরো দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এবার বেসরকারি সংস্থা ফিডকো এর হাতে থাকা এর সমস্ত দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে শুক্রবার সকাল ১১ টা থেকেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। এতদিন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের অধীনস্থ ধলাই সার্কেল এর আমবাসা, গন্ডাছড়া , ছামনু এবং মনু উপ বিভাগ, আগরতলা দুই নং সার্কেলের অধীনস্থ মোহনপুর, হেজামারা , বামুটিয়া এবং লেফুঙ্গা উপ বিভাগ, দক্ষিণ ত্রিপুরা সার্কেলের সাবরুম এবং সাতচাঁদ উপ বিভাগের গ্রাহক পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয় এবং বিল প্রদান ও গ্রাহকদের কাছ থেকে বিল আদায়ের দায়িত্বে ছিল বেসরকারি সংস্থা ফিডকো। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে গ্রাহকদের লাগাতার অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার এবং ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড এবার এই পরিষেবা নিজেদের হাতে নিয়ে গ্রাহক পরিষেবা উন্নত করার উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে শুক্রবার থেকে উল্লেখিত বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনস্থ সমস্ত গ্রাহকদের যাবতীয় পরিষেবা প্রদানে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড সম্পূর্ণভাবে কাজ করবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, বিদ্যুৎ বিল প্রদান সহ বিল আদায়ও বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড করবে। এক্ষেত্রে শুক্রবার থেকেই ফিডকোর সঙ্গে কোন রকম লেনদেন, বিদ্যুৎ বিল জমা কিংবা অন্য কোন ধরনের অফিসিয়াল সংযোগ রক্ষা না করার জন্য আপামর বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড আবেদন জানিয়েছে।

সাফাই কর্মীদের সাথে অমানবিক পুর কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি চড়িলাম, ১৩ সেপ্টেম্বর।। চরম অব্যবস্থাপনার মধ্যে চলছে বিশালগড় পুর পরিষদ। বাৎসরিক কর দিয়েও অতি সাধারণ সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত পুরবাসীরা। পানীয় জল, রাস্তা , জল নিষ্কাশনি ব্যবস্থা , সব ক্ষেত্রেই পরিষেবা একপ্রকার বিপর্যস্ত। এলাকায় কাউন্সিলরদের দেখা নেই। বাৎসরিক কর দেবার পরেও পুরবাসীদের বাড়ির আবর্জনা পরিষ্কারের জন্য দিতে হয় আলাদা অনুদান। মাসিক ৬০ টাকা করে দিতে হয় প্রতি পরিবারকে। আর সেই টাকা সংগ্রহ করে মাসিক তিন থেকে চার হাজার টাকা ভাতা পায় সাফাই কর্মীরা।একজন সাফাই কর্মী ৩০০ বাড়ি থেকে ৬০ টাকা করে সংগ্রহ করলে মোট ১৮০০০ টাকা সংগ্রহ হয়, বাৎসরিক দুই লক্ষ ষোল হাজার টাকা। এমন প্রায় ১৫-২০ জন সাফাই কর্মী পুর এলাকায় কাজ করছে। কিন্তু সেই সাফাই কর্মীকে ভাতা দেওয়া হয় মাসে তিন থেকে চার হাজার টাকা। বাকি টাকা যায় পুর ফান্ডে। অর্থাৎ একবার পুর কর, এরপর আবার সাফাই কর আদায় করা হয় পুর বাসীদের কাছ থেকে। যা একপ্রকার অনৈতিক। কিন্তু এইখানেও একদিকে পুরবাসীদের কাছ থেকে অনৈতিক টাকা নেওয়ার পাশাপাশি, এই সাফাই কর্মীদেরকেও বঞ্চিত করছে পুর পরিষদ।

বন্যার্তদের পাশে চড়িলাম স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ সেপ্টেম্বর: বন্যায় দুর্গতদের পাশে দাঁড়ালেন চড়িলাম ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা। শিক্ষক শিক্ষিকারা নিজেরাই নিজেদের কাছ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে বন্যায় দুর্গত মানুষদের জন্য কম্বল এবং চাল ক্রয় করে শুক্রবার দিন সকালবেলা গাড়ি ভর্তি করে রওনা দেন উদয়পুর গোকুলপুর এবং খিলপাড়া এলাকায়।

বন্যায় দুর্গত মানুষদের হাতে তুলে দেন কম্বল এবং চাল। শুক্রবার দিন চড়িলাম ভারতরত্ন অটল বিহারী এইচএস স্কুল এবং চড়িলাম বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসের সামনে থেকে তারা রওনা দেওয়ার সময় শিক্ষক-শিক্ষিকারা জানান কয়েকদিন আগে ভয়াবহ বন্যায় রাজ্যের মানুষের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

চড়িলাম ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক মলয় ভৌমিক সহ গোটা এলাকার শিক্ষানুরাগী মহল।

পৃথক অভিযানে বিপুল পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: পৃথক অভিযানে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করল বিএসএফ জওয়ানরা।

বৃহস্পতিবার পশ্চিম ত্রিপুরার অধীনে বিওপি বামুটিয়ার বিএসএফ সৈন্যরা নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

অন্য একটি অভিযানে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অধীনে বিওপি আমলিঘাটের বিএসএফ সৈন্যরা ৩২ লক্ষ টাকা মূল্যের ৮ কার্টুনে ১৫৪০০ প্যাকেট ওরিস এবং মন্ড সিগারেট উদ্ধার করেছে।

এছাড়াও অন্য একটি অভিযানে ১০৩ কেজি গাঁজা, ৮৮৪ বিটিএল ফেন্সিডিল এবং বাংলাদেশী টাকা ৬,৪৮,০০০/- জব্দ করেছে বিএসএফ।

গণধোলাইয়ের শিকার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর: নেশাদ্রব্য ক্রয় করতে গিয়ে জনতার হাতে মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি এক যুবক। ঘটনা বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ১০ টা নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানাধীন কালিটিলা এলাকায়।

দীর্ঘদিন যাবৎ একটি চক্র সক্রিয়ভাবে নেশাদ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের কাজ করে আসছিল। স্থানীয় এলাকাবাসী অনেক চেষ্টা করেও এলাকার যুবকদের এই মারন নেশা থেকে মুক্ত করতে পারছেনা। কিছুদিন পর পর পুলিশের হাতে তুলে দিলে পুনরায় সে আগের মতই চালিয়ে যাচ্ছে এই নেশা কারবার বলে অভিযোগ এলাকবাসীর।বৃহস্পতিবার রাতে গামাইবাড়ি এলাকার এক যুবক জয় দেকে নেশা দ্রব্য ক্রয় করার সময় স্থানীয় এলাকাবাসী হাতে নাতে ধরে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ আহত যুবক জয় দেকে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী সকাশে গুজরাটের ভাবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার সঙ্গে দেখা করলেন গুজরাটের ভাবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক শৈলেশ জানা। গুজরাটের ভাবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক শৈলেশ জানার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল রাজ্য সফরে এসেছেন। সফরকালে তারা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা গুজরাটের ভাবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক শৈলেশ জালা এবং তাঁর দলকে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে স্বাগত জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিদর্শন নিয়ে আলোচনা করেন এবং সহযোগিতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি অন্বেষণ করেন।

১২০কেজি গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর: একটি লরি আটক করে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে গাড়ির ভেতরে লুকিয়ে রাখা ১২০কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে।

গাড়ির চালক নজরুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বাড়ি পানিসাগর মহকুমার রৌয়া এলাকায়। ঘটনাস্থলে উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন, যিনি পুরো অভিযানের তত্ত্বাবধান করেন।

নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীনে মামলা দায়ের করেছে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। এই সফল অভিযানের মাধ্যমে পুলিশের সক্রিয় ভূমিকা আবারও প্রমাণিত হলো। যা সমাজ থেকে অপরাধমূলক কার্য্যকলাপ দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

বিষপানে আত্মহত্যা করল কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর: ভালোবাসায় প্রতারণার শিকার হয়ে বিষপানে আত্মহত্যা করল এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড়ে।

ঘটনার বিবরনে মৃতার পরিবারের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন, ঘনিয়ামারা এলাকার আরিসুফ মিয়া নামে এক ছেলের সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল ওই যুবতীর। কিন্তু শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে রাজি না হওয়ায় ওই যুবক মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আর তার জেরেই ওই কলেজ পড়ুয়া ছাত্রী আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন পরিবারের সদস্যরা। গত বুধবার ওই যুবতি বিষ পান করে। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে আইএলএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ওই যুবতিকে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে যুবতি। ঘটনায় অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে আইনের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন মৃতার পরিবারের সদস্যরা।

জনজাতিদের আর্থসামাজিক মানোন্নয়নে ত্রিপুরা রুরাল ইকোনোমিক গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট রূপায়িত হচ্ছে : সচিব

আগরতলা, ১২ সেপ্টেম্বর : জনজাতিদের জীবনজীবিকা ও আর্থসামাজিক মানোন্নয়নে রাজ্যে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় ত্রিপুরা রুরাল ইকোনোমিক গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট (টেরগ্রসডিপ) রূপায়িত হচ্ছে। রাজ্যের ৮টি জেলার ২৩টি জনজাতি অধ্যুষিত ব্লকে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২৩টি ব্লকের মধ্যে ১২টি অ্যাসপিরেশনাল ব্লক রয়েছে। এই প্রকল্প আগামী ৬ বছর চলবে। আজ সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে এই প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে এ সংবাদ জানান।

তিনি জানান, গত ২০ মার্চ, ২০২৪ থেকে এই প্রকল্প চালু হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার, ভারত সরকার এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের যৌথ সহযোগিতায় এই প্রকল্প রূপায়িত হবে। এই প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে ১,৪০০ কোটি টাকা। এরমধ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ৮০ শতাংশ এবং রাজ্য সরকার ২০ শতাংশ খরচ বহন করবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, ২৩টি জনজাতি অধ্যুষিত ব্লকের মধ্যে রয়েছে রূপাইছড়ি, শিলাছড়ি, করবুক, অম্পি, কিল্লা, জম্পুইজলা, বেলবাড়ি, মান্দাই, লেফুঙ্গা, হেজামারা, মুঙ্গিয়াকামি, তুলাশিখর, পদ্মবিল, রইস্যাবাড়ি, ডুম্বুরনগর, গঙ্গানগর, ছামনু, দশদা, লালজুরি, দামছড়া, জম্পুইহিল, মনু, পেঁচারথল।

সচিব জানান, রাজ্য সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তর, পূর্ত দপ্তর (আর অ্যান্ড বি), শিক্ষা (সেকেন্ডারি), প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর, তথ্য ও প্রযুক্তি, মৎস্য, কৃষি এবং গ্রামীণ জীবিকা মিশন সমন্বয়ে এই প্রকল্প রূপায়িত হবে। এছাড়াও দুটি সহকারি সংস্থা রয়েছে। জনজাতি কল্যাণ দপ্তর এই প্রকল্প রূপায়ণে নোডাল দপ্তর হিসাবে কাজ করবে। এই প্রকল্প মূলত তিনটি বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে জনজাতিদের জীবনজীবিকার মানোন্নয়ন। এই খাতে ব্যয় হবে ৩৫০ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় গুণগত শিক্ষার নিশ্চিতকরণ। এরজন্য ব্যয় হবে ৩৪৮ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, এজন্য ব্যয় হবে ৫০০.০৪ কোটি টাকা। এছাড়াও প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, পরিষেবা প্রদান ইত্যাদি বাবদ ২০০.৬৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শুভাশিস দাস ত্রিপুরা রুরাল ইকোনোমিক গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট (টেরগ্রসডিপ) বর্তমান অবস্থা, অগ্রগতি সহ বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ভি ডার্লং।

বন্যায় ১৯,৮৭৪.৮১৫ হেক্টর অ্যাকুয়া কালচার জল এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

আগরতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও মৎস্যচাষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দুটি দপ্তরের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করা হচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে এক সাংবাদিক

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।